CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-231 ■ 1 June, 2025 ■ আগরতলা ১ জুন, ২০২৫ ইং ■ ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অসম, মিজোরাম, অরুণাচল, মেঘালয়ে মৃত ২০

টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত নর্থইস্ট

গুয়াহাটি/শিলং/ আইজল, ৩১ মে: অবিরাম বর্ষণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভ্রুকুটি উত্তরপূর্বাঞ্চলকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। অসম, মিজোরা, অরুণাচল প্রদেশ ও মেঘালয়ে টানা বৃষ্টির জেরে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও, সহস্রাধিক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

অসমের আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবর্মা আজ (৩১ মে) গুয়াহাটির একাধিক বন্যা-প্রবণ এলাকা পরিদর্শন করেন। টানা ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে শহরের বিভিন্ন অংশে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে এবং এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। পরিদর্শনের সময় সংবাদমাধ্যমকে মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, "গত ২-৩ দিন ধরে গুয়াহাটিতে প্রবল বর্ষণ হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত বৃষ্টিজনিত বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন, যার মধ্যে চাপাইডং এলাকায় এক মর্মান্তিক ভূমিধ্বসে একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।"

মন্ত্রী আরও বলেন, "জুরিপার এলাকা আসলে এক সময়ে নদী ছিল, কিন্তু পরিকল্পনাহীন শহরায়নের কারণে এখন তা একটি নালায় পরিণত হয়েছে। এখানে বর্তমানে যেই জল প্রবাহিত হচ্ছে, তা মেঘালয় থেকে আসছে। তাই আমরা ভাবছি পুরো জুরিপার সংলগ্ন সড়কটিকে রোড-কাম-ড্রেন হিসেবে গড়ে তোলার, যাতে এই জল সিলসাকো বিলের দিকে প্রবাহিত হতে পারে।" বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য্য জোরকদমে চলছে। শহরের পৌর সংস্থা ও দুর্যোগ মোকাবিলা দলগুলি নালার জঞ্জাল পরিষ্কার, আটকে পড়া বাসিন্দাদের উদ্ধার এবং জরুরি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে নিয়োজিত রয়েছে। প্রশাসনের তরফে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে এবং যেকোনো ভূমিধস বা জলাবদ্ধতার লক্ষণ দেখলেই নিকটবর্তী কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশে প্রবল বর্ষণের ফলে সৃষ্ট ভূমিধসে আবার প্রাণহানির ঘটনা ঘটল। গতরাতে পূর্ব কামেং জেলার বানা-সেপ্পা রোডে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় দুই পরিবারসহ সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন দুই শিশু ও এক গর্ভবতী নারী।

দুর্ঘটনাটি ঘটে বিপজ্জনক হিসাবে পরিচিত জাতীয় সড়ক ১৩—এর বানা-সেপ্পা রুটে, যা বর্ষাকালে প্রায়শই ভূমিধসপ্রবণ হয়ে ওঠে। একটি মারুতি ফ্রঙ্ক গাড়ি ভূমিধসের ধাক্কায় খাদে পড়ে যায়। গাড়িতে থাকা সাতজনই ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

মৃতদের মধ্যে রয়েছেন সঙ্কর আকা (জনপ্রিয়ভাবে পরিচিত সঞ্জু বাদি), তাঁর স্ত্রী তাসুম বাদি, তাঁদের দুই সন্তানকাছুং (৫) এবং নীচা (২)। একই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন সিচি ইয়ামের স্ত্রী ও তাঁর দুই সন্তান, যাঁরা স্থানীয় সূত্রে সনাক্ত করা হয়েছে।

অল্পের জন্য রক্ষা পায় একটি টাটা সুমো গাড়ি, যা ঠিক একই পথে যাত্রা করছিল। চালক সময়মতো গাড়ি থামাতে পারায় বড় বিপদ এড়ানো যায়। যদিও যাত্রীদের মধ্যে প্রবল মানসিক ধাক্কা লেগেছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিকূল আবহাওয়া ও দুর্গম অবস্থার মধ্যেও উদ্ধার কাজ চলছে। প্রবল বৃষ্টি, পিচ্ছিল পথ এবং ধ্বংসস্তূপ সরাতে গিয়ে উদ্ধারকারীদের কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

ঘটনার পর শোকপ্রকাশ করেছেন অরুণাচল প্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সেপ্পা পশ্চিমের বিধায়ক মামা নাটুং। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, "এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার খবরে আমি অত্যন্ত শোকাহত। মৃতদের পরিবারকে আমার গভীর সমবেদনা। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি। ওম শান্তি শান্তি।" তিনি পাশাপাশি রাজ্যের বাসিন্দাদের প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিশেষ করে ভূমিধসপ্রবণ এলাকায় যাত্রা না করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর, এলাকাবাসীদের মধ্যে আবারও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। স্থানীয়রা দীর্ঘদিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩ ঘন্টার বৃষ্টিতে নাকাল শহরবাসী

নিম্নাঞ্চল প্লাবিত, ফুঁসছে হাওড়া

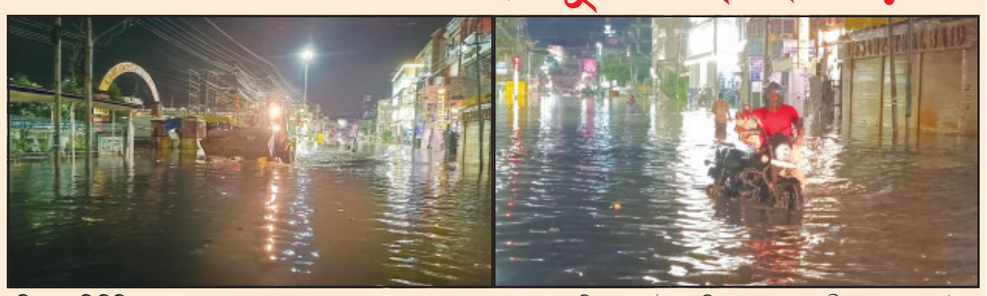

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। আজ সন্ধ্যা থেকে রাজ্যের সবকটি জেলাতে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। টানা বর্ষনে রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে। জল জমে যায় নিম্নাঞ্চলগুলোতে। বৃষ্টিতে জনজীবনে ছন্দপতন ঘটেছে। স্তব্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল। জামাইষষ্ঠীর আগে ব্যাপক ধাক্কা খায় রাজধানীবাসী। নিম্নচাপ দুর্বল হতেই ঘুনাবর্ত অক্ষরেখার কারণে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল গোটা রাজ্যে। শনিবার সন্ধ্যা থেকে প্রবল বর্ষণ শুরু হয় রাজ্যের প্রায় সবকটি জেলাতেই। ব্যতিক্রম নয় রাজধানী আগরতলাও। টানা বর্ষনে রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বৃষ্টিতে জনজীবনে ছন্দপতন ঘটেছে। স্তব্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল। জামাইষষ্ঠীর আগে ব্যাপক ধাক্কা খায় রাজধানী বাসী।

বৃষ্টিতে শহরের বেশ কিছু নির্মাঞ্চল প্লাবিত হয়ে গেছে। মহকুমার প্রশাসন তড়িৎ গতিতে উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তবে হাওড়া নদীর জল বেড়ে গেছে। কাটাখাল সংলগ্ন জনবসতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিস্তায় নিখোঁজ রাজ্যের দুই যুবক

হদিশ নেই আরও ৬ জনের মৃত ১, উদ্ধার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। তিস্তায় নিখোঁজ হয়েছেন ত্রিপুরার কৈলাসহরের দুই যুবক। সিকিমে ঘুরতে গিয়ে স্বপ্নীল দেব(২৬) ও দেবজ্যোতি দেব(২৫) ভয়ংকর দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। তাঁদের নিয়ে পর্যটক ভর্তি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১০০০ ফুট নীচে পড়েছে। তাতে, গাড়ির চালকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও আরও দুইজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার দুই যুবক সহ আটজনের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল পাহাড়ি রাস্তায়

স্বপ্নীল দেব ও দেবজ্যোতি দেব।

ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঝুঁকি নিয়ে ওই পথ ধরে যেতে গিয়ে ঘটেছে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, গুরুডোংমার লেক দেখে ১০ জন পর্যটক নিয়ে ফিরছিলেন সিকিমের সিঙ্কিক মঙ্গনের নিবাসী গাড়ি চালক ডি সরপা। রাত ৯টা নাগাদ লাচেন থেকে লাচুংয়ের দিকে যাওয়ার পথে মুস্লিথাংয়ের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, টানা বৃষ্টির কারণে রাস্তা পিছল হয়ে গিয়েছিল। বাঁক নেওয়ার সময় চাকা পিছলে নিয়ন্ত্রণ হারায় গাড়িটি। সোজা গিয়ে পড়ে হাজার ফুট নীচে তিস্তার খাদে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উদ্ধারকারী দল। সেনাবাহিনীর পাশাপাশি উদ্ধারকাজে হাত লাগায় সিকিম পুলিস, ইন্দো-টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিস (আইটিবিপি)। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজে নিয়োজিত কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। ওই অবস্থায় রাতভর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ জামাই ষষ্ঠী বিকিকিনী ভালই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। আর এই তেরো পার্বণ এর মধ্যে অন্যতম একটি অনুষ্ঠান হল জামাইষষ্ঠী। প্রত্যেকটি বাঙালি বাড়িতেই একেবারে বাঙালিয়ানা মতেই দিনটির জমজমাট আয়োজন হয়ে থাকে। ষষ্ঠী পুজো থেকে শুরু করে একেবারে ভুরিভোজ — সবেতেই আয়োজন থাকে একেবারে জমজমাট। তাই বাজারেও তার প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রবিবার জামাই ষষ্ঠী। তাই, চাহিদার জোগান দিতে সময় মতো বাজারে হাজির হয়ে যায় প্রতিবারই প্রয়োজনীয়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়ছে কোভিড, ৫ দিনে সক্রিয় রোগী বেড়ে ৩৩৯৫

উত্তর পূর্বাঞ্চলেও থাবা করোনার

নয়াদিল্লি, ৩১ মে ।। দেশে হুহু করে বেড়ে চলেছে করোনার সংক্রমণ। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২৬ মে যেখানে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১০১০, সেখানে এই সংখ্যা এক লাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩৯৫-তে। গত পাঁচ দিনে নতুন করে ২৩৮৫ জন করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও করোনা থাবা বসানো শুরু করেছে। অরুণাচল প্রদেশ, অসম এবং মিজোরামে করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, কেরালা এখনও সর্বাধিক সক্রিয় করোনা রোগীর রাজ্য, যেখানে ১৩৩৬ জন সংক্রমিত। এরপরেই আছে মহারাষ্ট্র (৪৬৭), দিল্লি (৩৭৫), গুজরাট (২৬৫), পশ্চিমবঙ্গ(২০৫), তামিলনাড়ু (১৮৫), কর্ণাটক (২৩৪), উত্তর প্রদেশ (১১৭), রাজস্থান (৬০), পুদুচেরি (৪১), হরিয়ানা (২৬), অন্ধ্র প্রদেশ (১৭), মধ্য প্রদেশ (১৬), গোয়া (৮), ওড়িশা (৭), পাঞ্জাব(৫), জম্মু ও কাশ্মীর (৬), ঝাড়খন্ড (৬), ছত্তিসগড় (৬),অরুণাচল প্রদেশ (৩), তেলেঙ্গানা (৩), অসম (২), মিজোরাম (২), উত্তরাখণ্ড (২) এবং চন্ডিগড়(১)।

তবে, এখনও পর্যন্ত সিকিম, লাদাখ, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, দাদরা নগর হাভেলি ও দমন এবং দিও, হিমাচল প্রদেশ, আন্দামান-নিকোবর এবং লাক্ষাদ্বীপ-এ একজনও করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেনি। মহারাষ্ট্রে করোনা-সংক্রান্ত কারণে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া কেরালায় ১ জন, দিল্লিতে ১ জন, গুজরাটে ১ জন, পাঞ্জাবে ১ জন, তামিলনাড়ুতে ১ জন এবং কর্ণাটকে ১ জনের করোনা আক্রান্তে মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সাম্প্রতিক তথ্যে জানা গেছে, গত পাঁচ দিনে কেরালায় সবচেয়ে বেশি ৭১৭ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তারপরে রয়েছে মহারাষ্ট্র ২১৪ জন, দিল্লি ১৯০ জন, গুজরাতে ১৪০ জন এবং কর্ণাটকে ১০১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ চিহ্নিত হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, সম্প্রতি ভারতে দুটি নতুন কোভিড ভ্যারিয়েন্ট সনাক্ত হয়েছে এনবি.১.৮.১ এবং এলএফ.৭। তামিলনাড়ুতে এনবি.১.৮.১ এর একটি ও গুজরাটে এলএফ.৭ এর চারটি সংক্রমিত ধরা পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ভ্যারিয়েন্ট দুটিকে 'পর্যবেক্ষণাধীন ভ্যারিয়েন্ট' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বর্তমানে চিন ও এশিয়ার কয়েকটি দেশে এই ভ্যারিয়েন্টগুলির জন্য সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানা গেছে। দেশজুড়ে আইসিএমআর এবং আইডিএসপি-এর মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত অসুস্থতার নজরদারি চালানো হচ্ছে। বেশিরভাগ সংক্রমিতের দেহে হালকা ধরনের উপসর্গ দেখা গেছে এবং বাড়িতে একান্তবাসে রয়েছেন রোগীরা। সিঙ্গাপুর, হংকং এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে ভয়ঙ্কর ঘটনা!

প্রাতঃভ্রমণকারী মহিলার রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। বাড়ির পাশের জঙ্গল থেকে রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, ওই মহিলা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন। তার স্বর্ণালঙ্কার গায়েব বলেও জানান পরিবারের লোকজন। ওই ঘটনায় নন্দননগর বর্ধন পাড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে মৃতার পরিবারের সদস্য জানিয়েছেন, প্রত্যেক দিনের মতো আজ সকালেও প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন মালতী রুদ্রপাল। তাঁর বাড়ি নন্দননগর বর্ধন পাড়ায়। সময় মতে বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুজি শুরু করেন। আচমকাই তাঁরা রাস্তার পাশের জঙ্গলে রক্তাক্ত অবস্থায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিস্তায় নিখোঁজ কৈলাসহরের দুই যুবকের বাড়িতে জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। তিস্তায় নিখোঁজ কৈলাসহরের যুবক দেবজ্যোতি জয়দেবের বাড়িতে গেলেন বিরোধী দলনেতা তথা সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি নিখোঁজ যুবকের পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন।

পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, তিস্তায় নিখোঁজ হয়েছেন ত্রিপুরার কৈলাসহরের দুই যুবক। সিকিমে ঘুরতে গিয়ে স্বপ্নীল দেব(২৬) ও দেবজ্যোতি জয় দেব(২৬) ভয়ংকর দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। তাঁদের নিয়ে পরটক ভর্তি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১০০০ ফুট নীচে পড়েছে। তাতে, গাড়ির চালকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও আরও দুইজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার দুই যুবক সহ আটজনের খোঁজ পাওয়া যায়নি।

তিনি আরও বলেন, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজে নিয়োজিত কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। অতিসত্বর তাঁদের খোঁজ পাওয়া যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

নর্থইস্ট ইনভেস্টার সামিটে রাজ্যে ৬৪টি মউ স্বাক্ষরিত

বিনিয়োগ করা হবে ১৫,১৮২৩ কোটি টাকা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত রাইজিং নখ ইন্ট ইনভেস্টার্স সামিটে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজোর জন্য মোট ৪৩ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। নিপুরার ক্ষেত্রে সামিটে ৬৪টি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ১৫,১৮২৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। আজ এনইআর-স্টেক হোল্ডারস কনসাল্টেশন প্রোগ্রামে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা। হোটেল পোলো টাওয়ারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে রাজ্য এবং বহিরাজ্যের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থার প্রতিনিধিগণ, ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজাগুলির বিভিন্ন দপ্তরের সচিৎ, অধিকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা বলেন, রাইজিং নর্থ-ইস্ট ইনভেস্টার্স সামিটে জাপান, ইউরোপ, আশিয়ান সহ ৮০টি'র বেশি দেশের প্রতিনিধিগণ অংশ নিয়েছিলেন। এই সামিটের ফলে আগামীদিনে উত্তর-পূর্ব ভারত অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা ও সোনার মন্ত্রকের যৌথ উদোগে ইতিমধ্যে ১৮৪টি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ১৫ হাজার কোটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোটা বিশ্বের কাছে ভারতকে খাটো করছে কংগ্রেস ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। গোটা বিশ্বের কাছে ভারতকে খাটো করছে কংগ্রেস। তাঁরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনোবলকে দুর্বল করতে চাইছে। পাকিস্তানের ওপর আক্রমণে বিষয়ে সম্প্রতি রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাদের দেওয়া বক্তব্যে তীব্র সমালোচনা করে এমনটাই দাবি করেন প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। বিজেপি মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, পহেলগামে পাকিস্তানী জঙ্গিদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন ২৬ জন ভারতীয়। তার পাল্টা হিসেবে অপারেশন সিঁদুর -এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের নয়টি জঙ্গি ঘাটি এবং ১১ টি এয়ার ব্যাস গুড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। আর এই আক্রমণে ভারতের কি কি ক্ষতি হয়েছে তার প্রমাণ চেয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্দি ও জয় রাম রমেশ। এদিন তিনি রাহুল গান্ধী ও জয় রাম রমেশের এই ধরনের প্রমাণ চাওয়ার বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, গোটা বিশ্ব যখন জঙ্গি হামলার পর ভারতের এই ধরনের আক্রমণের প্রশংসা করছে সেই সময় প্রমাণ চাওয়ার মতন বক্তব্য দিয়ে ভারতকে বিশ্বের কাছে খাটো করছে কংগ্রেস। তাঁরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনোবলকে দুর্বল করতে চাইছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন সুব্রত চক্রবর্তী। সেই সাথে তিনি কংগ্রেস দলের এই ধরনের আচরণের তীব্র নিন্দা জানান।

অবশেষে পুলিশের জালে আটক কুখ্যাত ডাকাত নিজাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। অবশেষে কুখ্যাত ডাকাত নিজাম উদ্দিনকে আটক করলো উত্তর জেলার পুলিশ। শুক্রবার রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টা নাগাদ ডাকাত দলের মূল পাণ্ডা নিজাম উদ্দিনকে চুরাইবাড়ি থানাধীন নদিয়াপুর এসটি পাড়া এলাকা থেকে আটক করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে আসাম সহ ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন থানায় একাধিক অপরাধ জনিত চুরি ও ডাকাতির মামলা রয়েছে।

ওই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন উত্তর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেলা শাসক ইস্যুতে

২ জুন গোমতী জেলার সরকারি দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাবে ওয়াইটিএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মে।। গত ২৬ মে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের সাথে অভব্য আচরণ করেছেন গোমতী জেলার জেলা শাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই এরই প্রতিবাদে আগামী ২ জুন গোমতী জেলার প্রতিটি সরকারি দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওয়াইটিএফ। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন যুব সংগঠনের নেতৃত্বরা।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এক যুব নেতা বলেন, ২৬ মে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের সাথে অভব্য আচরণ করেছেন গোমতী জেলার জেলা শাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা। পরের দিনই মথার যুব সংগঠনের তরফ থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নিকট গোমতী জেলার শাসককে অপসারণের দাবি জানালো ওয়াইটিএফ। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলেন বলেন, জেলা শাসক তাঁদের সাথে দেখা করেন নি। ন্যূনতম সৌজন্যতা ও দেখায়নি। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ জরুরি ভিত্তিতে দেখা করতে গিয়েছিলেন। জেলা শাসক প্রশাসনের চালকের আসনে বসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,১ জুন,২০২৫ ইং
১৭ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

উষ্ণায়ন বিপদের ঘনঘটা

সভ্যতা যত উন্নত হইতেছে ততই মানুষ পরিবেশের উপর চরম আঘাত আনিতে শুরু করিতেছেন। ইহার ভয়ংকর পরিণতি আমাদের নিজেদেরকেই ভোগ করিতে হইবে। পরিবেশ ক্রমাগত দূষণের ফলে দেশের নদীগুলি ক্রমশ শুকাইয়া যাইতেছে। নদীর শুকাইয়া যাওয়ার প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জয়বায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের বুকে আকর্ষণীয় ও বিখ্যাত বেশ কিছু নদী শুকাইয়া যাইতেছে।একবার তালিকার দিকে নজর দিলেই জানা যাইবে, কত বিখ্যাত নদী শুকাইয়া যাইতেছে বিশ্বে।কলোরাডো নদী- এই তালিকায় সবার উপরে রহিয়ায়ছে করোলাডো নদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তীব্র দাবদাহে খরা পরিস্থিতি তৈরি হইতেছে বর্তমানে। তাহার প্রভাব পড়িতেছে এই নদীতে। যুক্তরাষ্টের সাতটি অঙ্গরাজ্য ও মেক্সিকোর প্রায় চার কোটি মানুষের পানীয়, কৃষি ও বিদ্যুতের জন্য এ নদীর জলের উপর নির্ভরশীল। নদী অববাহিকা রক্ষা করিতে এই নদীর জল ব্যবহার কমানোর আর্জি জানানো হইয়াছে।'পো নদী- ইতালিতে উৎস। এই নদীর অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে গিয়া পড়িয়াছে। লক্ষাধিক মানুষ জীবিকার জন্য পো নদীর উপর নির্ভরশীল। এই নদীর উপর কৃষিকাজ অনেকটাই নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। গত সাত দশকের মধ্যে বর্তমানে বিপজ্জনক খরাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে এলাকা। ফলে পো নদীর জল দ্রুত শুকাইয়া যাইতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি বোমাও সম্প্রতি মিলিয়াছে পো নদীর তলদেশে। লয়ার নদী- এই লয়ার নদীটি বেশ কিছু অংশ অগভীর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে এই নদী-উৎসের বরফ গলিয়া যাওয়ায় নদীর প্রবাহে বিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পরিবর্তন ঘটিয়াছে জলস্তরেও। বৃষ্টির অপ্রতুলতায় বহু জায়গায় শুকাইয়া যাইতেছে নদী। মানুষ এই নদী দিয়া হাটিয়াই পার হইয়া যাইতেছে।

পরিবেশের উপর এই বিপজ্জনক প্রভাবের দায় আমরা নিজেরা কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিব না। পরিবেশ দূষণের জন্য আমরা নিজেরাই পুরো ভাগে দায়ী। পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব নামিয়া না আসিলে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছাইত না। এই দায় মাথায় নিয়া পরিবেশকে নির্মল রাখিবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবেশ নির্মল রাখিবার জন্য প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব পালন করিলে এই জটিল সমস্যা হইতে উত্তরণের পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। অন্যথায় পরিস্থিতি যে পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সংকট মোকাবেলা করিয়া বাচিয়া থাকা সম্ভব হইবে কিনা তাও প্রশ্ন চিহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেকে সচেতন হইলে এই জটিল সমস্যাও সহজতর হইয়া উঠিবে। এজন্য প্রত্যেককেই নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

সন্ত্রাসবিরোধী 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সাফল্য দেশে ধর্মনিরপেক্ষতারই সৌরভ ছড়িয়েছে

স্বপনকুমার মণ্ডল

পহলগামের অহিন্দু সন্ত্রাসীদের নারকীয় হত্যালীলার পর ভারতের সন্ত্রাসবিরোধী "অপারেশন সিঁদুর" এর সফল অভিযানের মাধ্যমে দেশের ধর্মনির-পেক্ষ আদর্শ যেভাবে ঐক্যবদ্ধ দেশবাসীর পরিচয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল, তা অচিরেই ম্লান হয়ে গেল। ভারতীয় সেনার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি যিনি ইতিমধ্যেই দেশবাসীর শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছেন, তাঁর নাম না করে তাঁকে - যেভাবে ১৩ মে মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী কুয়র বিজয় শাহ এক বক্তৃতায় 'সন্ত্রাসবাদীদের বোন' বলে - অভিহিত করেছেন, তা শুধু নিন্দনীয় নয়, দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাকেই অস্বীকার করার সামিল। কর্নেল সোফিয়া কুরেশি দেশের গর্ব ও অহংকার। তাঁর নেতৃত্বের সৌরভে দেশের। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শটিই গৌরবোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে তাঁকে লক্ষ্য করে যেভাবে বেফাঁস মন্তব্য করা হয়েছে, তার ফলে তা শুধু তাঁর প্রতিই শুধু কলঙ্ক আরোপ করা হয়নি, দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাকেও কলুষিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সোস্যাল মিডিয়ায় অন্যদের সঙ্গে কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে নিয়েও কুৎসা-নিন্দা ছড়ানো কথা উঠে এসেছে। তার মধ্যেই একজন মন্ত্রীর মুখে যেভাবে তাঁর গৌরবকে হেয় করে উল্টে তাঁর কৃতিত্বকে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার কথা উঠে এসেছে, ধর্মনি রপেক্ষ দেশের পক্ষে তা শুধু দুর্ভাগ্যই নয়, ভয়ঙ্কর প্রবণতাও। আসলে দেশের ধর্মীয়। মেরুকরণে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির আয়োজন এ যত প্রকট হয়ে ওঠে, ততই তার ধর্মনিরপেক্ষ সত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে। সেখানে দেশের ঐক্যের। আধারেই অনৈকোবোধের বিষে আমাদের গর্বের ধর্মনিরপেক্ষতাকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে অবিরত। ধর্মের উগ্রমূর্তিতে ধর্ম - কখনওই নিরপেক্ষ থাকতে পারে না, তা অন্ধ - হয়ে ওঠে, বিদ্বেষের নগ্নমূর্তিতে মানবিক সত্তাকেই বিপন্ন করে নিরন্তর। সেদিক থেকে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় তার ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শই আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। আসলে ধর্মনি রপেক্ষতার মতো বৃহৎ ও মহৎ আদর্শ ধর্মীয় বিদ্বেষের সংকীর্ণতাবোধে সর্বজনীন আবেদন- ক্ষম হতে পারে না।

কাশ্মীরের পহেলগামের পর্যটন কেন্দ্রে গত মাসের ২২ এপ্রিলে একজন টাট্টওয়ালা-সহ। ২৬ জন নিরীহ নিরস্ত্র পর্যটককে সন্ত্রাসীরা নির্বিচারে নির্মমভাবে হত্যা করার ফলে সারা দেশজুড়ে প্রতিবাদ থেকে প্রতিশোধের আবহে স্বাভাবিকভাবেই দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার পাশাপাশি তা নিয়ে অস্বস্তিকর তীব্র বিতর্ক দেখা দেয়। এতে বিশেষ করে বেছে বেছে হিন্দু পুরুষদের গুলি করে হত্যা করাই শুধু নয়, তার বার্তা দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাতে পৌঁছায়, সে ব্যবস্থাও সন্ত্রাসীদের মুখে উঠে আসে।। সেদিক থেকে সন্ত্রাসীদের হিন্দু নিধনের লক্ষ্যটিই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকেও - চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। দেশভাগ-উত্তর পরিসরে মূলত হিন্দুদের উপরে বারেবারে স্বদেশে পরবাসী হয়ে প্রাণসংশয়ের শিকার হওয়া থেকে

ধনসম্পদ ভিটেমাটি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার অনিঃশেষ যাত্রা আজও শেষ হয়নি। সেক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগে ভারতের পূর্ব পশ্চিমের দুটি দেশেই মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকারে হিন্দুদের জীবনসংশয়ী মূল্য দিতে হয়েছে নিরন্তর। গত বছর ৫ আগস্টে বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদীদের উত্থানে সে দেশের সরকার পরিবর্তনের ফলে সংখ্যালঘুদের উপরে নৃশংস অত্যাচার ও অমানবিক নির্যাচন নেমে আসে। তার আগেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা লেগেই থাকত। তারপরেও দেশে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ ছিল, মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট সরকারের আমলে তাও আর রইল না। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাই অস্বীকৃত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে সে দেশে হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে হিন্দু নিধন ও নির্যাতনের ধারা সে দেশে এখনও সমান সচল। অন্যদিকে এ সেরে উঠতে না উঠতেই পহেলগামের হিন্দু নিধনে ধর্মীয় বিদ্বেষের নগ্নতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়েও বিতর্কে ইন্ধন জোগায়। কাশ্মীরে ইতিপূর্বে বেছে বেছে হিন্দুকে হত্যা করার ঘটনা ঘটেনি। সেদিক থেকে সন্ত্রাসীরা যেভাবে ধর্মীয় বিভাজন করে হত্যালীলা চালিয়েছে, তার মধ্যে সন্ত্রাসের ধর্মীয় পরিচয় নিয়েও বিতর্ক দেখা দেয়। আর সেই যোগসূত্রেই ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অস্তিত্ব নিয়ে তুমুল বিতর্ক গণমাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়ে। যেন এই ধর্মনিরপেক্ষতার আধারেই ধর্মীয় মৌলবাদীদের বাড়বাড়ন্ত ও তার প্রতিরোধে তা ঢাল হয়ে মৌলবাদীদেরই প্রশ্রয় দিচ্ছে। অতএব ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে ভারতবিচ্ছিন্ন দুটি দেশই ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ায় এ দেশ হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাতেও তার ধর্মনিরপেক্ষতা অযৌক্তিক ও দুর্বলতা মনে হয়। সেক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের যুক্তির বিরুদ্ধে বিরোধীদের যুক্তিতে কোনও সম্ভাবনা নেই, উল্টে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ তৈরি করে ও ধর্মীয় বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে। সেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সবার প্রিয় নয়। আবার তা শুধু মুখের কথা নয়, সবার মুখেও তা মানায় না। আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা সবার মুখে শোভা পায় না। ভারতীয় সংবিধানে দেশের সৌরভ ও গৌরবে ধর্মনিরপেক্ষতার অতুলনীয় ভূমিকা বর্তমান। এটি দেশের উল্লেখযোগ্য অর্জন। ধর্মভেদে দেশভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতালাভের পরিণতিতে অন্য দেশগুলি যেভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয়ে ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, সেখানে ভারত তার রক্তক্ষরণের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করে দীর্ঘদিন গভীর অধ্যবসায়ে ধর্মনিরপেক্ষতার বৃহত্তর ও মহত্বর আদর্শকে আপন করে নিয়েছে। ১৯৪৭-এ স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় "Secular" বা "ধর্মনিরপেক্ষ" শব্দটি ছিল না। তার ত্রিশ বছর পরে চল্লিশতম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭৬-এ তা গৃহীত হয়। শুধু তাই নয়, তা নিয়ে ১৯৯৪-এ জোরদার বিতর্ক দেখা দিলেও মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট তার অপরিহার্য গ্রহণযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিতর্কে ইতি টানে। ২০২০-তে আবার সুপ্রিম কোর্টে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং যথারীতি তা খারিজ হয়ে যায়। সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি মহৎ আদর্শ। তা পালনের মধ্যেই তার অধিকার বিস্তার লাভকরে। তার অধিকার নিয়ে সোচ্চারে সরব হওয়ার চেয়ে তা লালনে ও পালনে সংযমী সংবেদনশীলতা জরুরি। আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা একপক্ষের বিষয় নয়, সব পক্ষের কর্তব্য। নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে নিজেদের ধর্মীয় বিদ্বেষকে জারি রাখাটা কখনওই ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। সব ধর্মের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিই ধর্মনিরপেক্ষতা। সেখানে ধর্মীয় মৌলবাদীদের ধর্মের ঐক্যের বিরুদ্ধেই ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থান। মানুষে মানুষে ঐক্যের ধর্ম গড়ে তোলাতেই তার প্রকাশ আকাশ হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা গলার জোরের বিষয় নয়, মানসিকভাবে যাপনের আধার। এজন্য তা ছদ্মবেশী সুবিধাবাদীর হাতিয়ার হতে পারে না। মনে প্রাণে বহুত্বের ঐক্যেই তার সৌরভ। আমাদের দেশের বৈচিত্রের ঐক্যের বিশেষত্বেই তার অস্তিত্ব বর্তমান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "ভারততীর্থ" কবিতায় দেশের যে পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার সজীব প্রকৃতি জেগে ওঠে। আর্য-অনার্যের মিলনের পথেই তার বিস্তার সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে, "শক-হুন-দল পাঠান-মুঘল। এক দেহে হল লীন।" সেখানে মহামানবের সাগর তীরে ভারততীর্থে মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষ নেই, নেই ধর্মের ঐক্যের আহ্বান। বরং সেক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ঐক্যের ধর্মই রবীন্দ্রনাথের অভীষ্ট ছিল। সেই মিলনের ঐক্যই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ও ধর্ম। সেই আদর্শই যখন রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন তার বিচ্ছেদভাবনাতেই ধর্মীয় বিদ্বেষের হাতছানি দেখা দেয়। কেননা ভোট রাজনীতিতে ভোটারের মন জয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে ধর্মীয় সমর্থন পুঁজি হয়ে ওঠে। সেখানে দ্বিচারিতাও সক্রিয়তা লাভকরে। অন্য দেশের ধর্মীয় পরিচয়ের বিরুদ্ধে নীরব থেকে স্বদেশের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে সোচ্চার হয়ে ওঠা দ্বিচারিতার নামান্তর। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় অধিকারকে ভোটব্যাঙ্কে কুক্ষিগত করার লক্ষ্যেও তার ব্যবহার বা ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে ধর্মীয় মানুষের ভাবাবেগে আঘাত দেওয়া থেকে তার বিরুদ্ধাচরণে পাল্টা শক্তি প্রদর্শন করাও সমীচীন নয়। উগ্র প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতার সৌরভ নিঃস্ব হয়ে পড়ে। আসলে ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মাচরণেরই একটি পবিত্র অধিকার। তা কখনওই ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দেয় না, ধর্মীয় মৌলবাদকেই অস্বীকার করে। সেক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের দুর্বলতা নয়, বরং তার বলিষ্ঠতার পরিচয়। সব মৌলবাদী ধর্মীয় বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তা দেশের ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। দেশবাসীর ধারাবাহিক ঐক্যেই তার পরিচয়। ২২ এপ্রিলের ঘটনার প্রেক্ষিতে সন্ত্রাসদমনে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধে যেভাবে সন্ত্রাসীবাদীরা দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষকে পুঁজি করে ঘরেবাইরে যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তার করতে চেয়েছিল, ভারতের মজবুত ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্যেই তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতায় মানুষে মানুষে মহামিলনের ঐক্যই তার প্রাণশক্তি, তার মহাবল। তা ধারণে, আচরণে; মিলনে, মেলানোতে তার বিস্তার। প্রকাশের উগ্রতায় বা ছদ্মবেশের আড়ালে অথবা রাজনৈতিক সুবিধাবাদে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এজন্যই তা সবার মুখে বেমানান, অশোভিত। অন্যদিকে সন্ত্রাসবিরোধী "অপারেশন সিঁদুর" এর সাফল্যের মধ্যেই দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্যবাহী গৌরব সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছে, ভাবা যায়। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

আগামী ২-৩ দিনে দেশের পূর্ব, পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস: আবহাওয়া দপ্তর

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, মধ্য এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। বিশেষ করে উপ-হিমালয় অঞ্চলপশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরায় সোমবার পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কর্ণাটক, কেরল, মাহে, কঙ্কণ ও গোয়াতেও আগামীকাল পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও বিদর্ভ, ছত্তিশগড়, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করেছে। তাদের আগামীকাল পর্যন্ত দক্ষিণ আরব সাগর এবং মধ্য আরব সাগরের দক্ষিণাংশে, এবং কাল থেকে বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর, লক্ষদ্বীপ, মালদ্বীপ ও কোমোরিন অঞ্চলে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দপ্তরের মতে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। অন্যদিকে, পূর্ব ভারতে আগামী চার দিনের মধ্যে তাপমাত্রা ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে।

এছাড়া, আজ দিল্লি ও পার্শবর্তী অঞ্চলে বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। আজ দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

সবচেয়ে বেশি ধনী মানুষের বসবাস বিশ্বের যে দশটি শহরে

বিশেষ প্রতিবেদন ।। শহরের কোন এলাকায় কে থাকেন, তা দিয়েই অনেক সময় কোনো মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার একটি চিত্র মেলে। আর যদি সেটি হয় বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহরগুলোর একটিতে, তবে তাঁর সম্পদ ও প্রভাব নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে না। বিশ্বের যেসব শহরে অতিধনীরা থাকেন বা ধনীদের বসবাসের জন্য জনপ্রিয় যেসব শহর, সেগুলোর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র থাকে। বিশ্বজুড়ে যেসব শহর ধনীদের কাছে বসবাসের জন্য পছন্দের শীর্ষে, সেগুলো শুধু আর্থিক দিক থেকেই নয়, বরং জীবনমান, অবকাঠামো ও বৈশ্বিক সংযোগের দিক থেকেও উল্লেখ করার মতো। ২০২৫ সালের হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স ও নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়েলথের এক যৌথ প্রতিবেদনে বিশ্বের এমন ১০টি শহরের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে ধনীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ১ নিউইয়র্ক সিটি- বসবাসের জন্য ধনীদের পছন্দের শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটি। এখানে ৩ লাখ ৮৪ হাজার ৫০০ মিলিয়নিয়ার, ৮১৮ সেন্টিমিলিয়নিয়ার ও ৬৬ জন বিলিয়নিয়ার থাকেন। সেন্টিমিলিয়নিয়ার বলতে বোঝায়, যাঁদের সম্পদের পরিমাণ কমপক্ষে ১০০ মিলিয়ন বা ১০ কোটি ডলার। অর্থনীতির পাশাপাশি সংবাদমাধ্যম, ফ্যাশন ও প্রযুক্তির কেন্দ্র হিসেবেও খ্যাত শহরটি। উন্নত গণপরিবহণ, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও উচ্চমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এ শহরকে ধনীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ২ সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া- যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো ও আশপাশের বে এরিয়া প্রযুক্তিশিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানে ৩ লাখ ৪২ হাজার ৪০০ মিলিয়নিয়ার, ৭৫৬ সেন্টিমিলিয়নিয়ার ও ৮২ বিলিয়নিয়ার বসবাস করেন। সিলিকন ভ্যালি, উদ্ভাবনী পরিবেশ ও উচ্চ জীবনমান ধনীদের সেখানে বসবাসের জন্য আগ্রহী করে তোলে। ৩ টোকিও- জাপানের টোকিও এশিয়ার অন্যতম ধনী শহর। শহরটিতে ২ লাখ ৯২ হাজার ৩০০ মিলিয়নিয়ার, ২৬২ সেন্টিমিলিয়নিয়ার ও ১৮ বিলিয়নিয়ার বসবাস করেন। শহরটি উন্নত প্রযুক্তি, নিরাপদ পরিবেশ ও উচ্চমানের জীবনযাত্রার জন্য পরিচিত। উন্নত গণপরিবহন ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য টোকিওকে বসবাসের জন্য ধনীদের পছন্দের শীর্ষে রেখেছে।

৪ সিঙ্গাপুর- সিঙ্গাপুরে ২ লাখ ৪২ হাজার ৪০০ মিলিয়নিয়ার, ৩৩৩ সেন্টিমিলিয়নিয়ার ও ৩০ বিলিয়নিয়ার রয়েছেন। শহরটি করসুবিধা, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ ও উন্নত অবকাঠামোর জন্য পরিচিত। এশিয়ার অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্র হওয়ায় ধনীদের কাছে থাকার জন্য সিঙ্গাপুর আকর্ষণীয়। ৫ লস অ্যাঞ্জেলেস- যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে ২ লাখ ২০ হাজার ৬০০ মিলিয়নিয়ার ও ৪৫ বিলিয়নিয়ার বসবাস করেন। শহরটি বিনোদন, প্রযুক্তি ও রিয়েল এস্টেট খাতের জন্য বিখ্যাত। উন্নত জীবনযাত্রা, সমুদ্রসৈকত ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির কারণে ধনীরা শহরটিকে বসবাসের জন্য বেছে নেন। ৬ লন্ডন- লন্ডনে ২ লাখ ১৫ হাজার ৭০০ মিলিয়নিয়ার, ৫১৬ সেন্টিমিলিয়নিয়ার ও ৩৩ বিলিয়নিয়ার রয়েছেন। পুরোনো এ শহর আর্থিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। উন্নত গণপরিবহণ, ঐতিহাসিক স্থাপনা ও বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা লন্ডনকে ধনীদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছে। ৭ প্যারিস- ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ১ লাখ ৬০ হাজার ১০০ মিলিয়নিয়ার, ২৭৭ সেন্টিমিলিয়নিয়ার ও ২২ বিলিয়নিয়ার রয়েছেন। শহরটি ফ্যাশন, শিল্প, রন্ধনশিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত। পশ্চিম ইউরোপের প্রথম দিকের এ আধুনিক শহরের ঐতিহাসিক স্থাপনা, উন্নত অবকাঠামো ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করে। ৮ হংকং- চিনের বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল হংকংয়ে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৯০০ মিলিয়নিয়ার, ৩৪৬ সেন্টিমিলিয়নিয়ার ও ৪০ বিলিয়নিয়ার বসবাস করেন। শহরটি এশিয়ার অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। করসুবিধা, উন্নত অবকাঠামো ও বৈশ্বিক সংযোগ হংকংকে ধনীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ৯ সিডনি- অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ১ লাখ ৫২ হাজার ৯০০ মিলিয়নিয়ার, ২২৪ সেন্টিমিলিয়নিয়ার ও ২২ বিলিয়নিয়ার বসবাস করেন। শহরটি উন্নত জীবনযাত্রা, সমুদ্রসৈকত ও স্থিতিশীল অর্থনীতির জন্য পরিচিত। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও নিরাপদ পরিবেশ সিডনিকে ধনীদের কাছে বসবাসের জন্য আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ১০ শিকাগো- যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে ১ লাখ ২৭ হাজার ১০০ মিলিয়নিয়ার, ২৯৫ সেন্টিমিলিয়নিয়ার ও ২৫ বিলিয়নিয়ার রয়েছেন। শহরটি আর্থিক, স্বাস্থ্যসেবা ও প্রযুক্তি খাতের জন্য সুপরিচিত। উন্নত অবকাঠামো, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ শিকাগোকে ধনীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সদর শহর জেলা কর্মশালার উদ্যোগে রানী অহল্যাবাই হোলকারের ৩০৩তম জন্ম জয়ন্তি শনিবার আগরতলায় পালিত হয়।

সিঁদুর আজ ভারতের বীরত্বের প্রতীক : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : "ভারত এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দেশ, যেখানে নারীর শক্তির প্রতীক হিসেবে 'সিঁদুর' বিশেষ গুরুত্ব বহন করে", বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি উল্লেখ করেন, ভগবান হনুমানও ভগবান রামের প্রতি একাগ্র ভক্তির কারণে নিজেকে সিঁদুরে আচ্ছাদিত করেছিলেন এবং শক্তি পূজায়ও সিঁদুর অর্ঘ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। "আজ সিঁদুর ভারতের বীরত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে", মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

লোকমাতা দেবী আহিল্যাবাঈ হোলকর-এর ৩০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে আয়োজিত 'লোকমাতা দেবী আহিল্যাবাঈ মহিলা সশক্তিকরণ মহাসম্মেলনে' ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ওই ভাষণে তিনি সিঁদুরের মাহাত্ম তুলে ধরেন। এদিন তিনি ভোপালে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি বলেন, "এই মহান দিনে আমি মা ভারতীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং ভারতের নারীদের শক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।"

প্রধানমন্ত্রী জানান, দেবী আহিল্যাবাঈ ছিলেন জনসেবার আদর্শ রূপ। তিনি উন্নয়নের পথে রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারের সুরক্ষা করেছিলেন। কাশী বিশ্বনাথ সহ দেশের বহু মন্দির পুনর্নির্মাণে তার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি নারীর ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার রাজত্বে নারীদের সম্পত্তির অধিকার, বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ নারী শক্তি কেবল ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সীমান্তে, সেনাবাহিনীতে, বিজ্ঞান গবেষণায়, প্রযুক্তিতেনারীরা নেতৃত্ব দিচ্ছে। 'অপারেশন সিঁদুর' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।" তিনি জানান, এ অপারেশনে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে চরম পদক্ষেপ নিয়েছে। "সীমান্তে যেখানে শত্রু ধারণাও করেনি, সেখানে ভারত আঘাত হেনেছে", বলেন মোদী।

পহেলগামের সন্ত্রাসী হামলার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "সন্ত্রাসবাদীরা শুধু ভারতীয়দের রক্ত ঝরায়নি, তারা দেশের সাংস্কৃতিক চেতনাতেও আঘাত করেছে, সমাজকে বিভক্ত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, তারা ভারতের নারী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলএবং সেই চ্যালেঞ্জ তাদের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে এনেছে।"তিনি বলেন, "'অপারেশন সিঁদুর' ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এবং সফল সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান। পাকিস্তানের যেসব এলাকায় ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর জবাবদিহি কল্পনাও করা হয়নি, সেখানেই শত্রু ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।" মোদী বলেন, "এই অভিযান স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেসন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে ছায়াযুদ্ধ চালালে, ভারত আর চুপ থাকবে না। আজ ভারতের প্রতিটি নাগরিক একটাই বার্তা দিচ্ছে'গুলি চালাবে? কামানের গোলা খাবে!'"তিনি উল্লেখ করেন, এই অপারেশনে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর বহু নারী জওয়ান

সম্মুখসারিতে থেকে অংশ নেন। কমান্ড ও কন্টোল সেন্টারে তাদের ভূমিকা এবং সীমান্তে জবাবি হামলায় তাদের দক্ষতা গোটা বিশ্বকে ভারতের নারীদের শক্তি চিনিয়ে দিয়েছে। নারীদের আর্থিক স্বনির্ভরতা নিয়েও তিনি বলেন, "মুদ্রা যোজনার ৭৫ শতাংশ উপভোক্তা নারী। আজ ১০ কোটির বেশি নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য। তাঁদের মধ্যে ১.৫ কোটির বেশি নারী এখন 'লাখপতি দিদি'।" তিনি 'নমো ড্রোন দিদি' প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন, যার মাধ্যমে গ্রামের নারীরা কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। চন্দ্রযান-৩ মিশনে ১০০-রও বেশি নারী বিজ্ঞানীর অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ ভারতের স্পেস মিশনেও নারী নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। নারীরা এখন যুদ্ধজাহাজ থেকে যুদ্ধবিমানে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে থেকে সংসদ পর্যন্ত নেতৃত্বে। সংসদে ৭৫ জন নারী সাংসদ রয়েছেন। নারীদের জন্য সংরক্ষণ আইন ''নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম'' দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বাস্তবায়িত হয়েছে।" অবশেষে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতের উন্নয়ন, উত্তরাধিকার সংরক্ষণ ও শক্তিএই তিন ক্ষেত্রেই নারী শক্তির ভূমিকা অপরিহার্য। লোকমাতা আহিল্যাবাঈয়ের ৩০০তম জন্মবার্ষিকী আমাদের জন্য এক প্রেরণা হয়ে থাকবে। আমরা এক শক্তিশালী, সমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি।"

উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপ্রয়াগে ভূমিধসে দুই তীর্থযাত্রীর মৃত্যু, আহত চারজন

রুদ্রপ্রয়াগ(উত্তরাখণ্ড), ৩১ মে : কেদারনাথগামী যাত্রীবাহী একটি গাড়িতে ভূমিধসের কারণে বিশাল পাথর পড়ে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। এতে গাড়ির চালকসহ দুইজন তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে এবং চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনাটি শুক্রবার রাতের দিকে রুদ্রপ্রয়াগ-গৌরিকুণ্ড হাইওয়ের কাকরাগাড় এলাকায় ঘটে, যা রুদ্রপ্রয়াগ জেলা সদর থেকে প্রায় ৩০ কিমি দূরে অবস্থিত। জানা গেছে, দুর্ঘটনার সময় গাড়িটিতে চালকসহ মোট ছয়জন যাত্রী ছিলেন এবং সকলেই ছত্তীসগড় রাজ্যের দুর্গ জেলার বাসিন্দা।

জেলা প্রশাসনের দেওয়া তথ্যমতে, নিহতদের মধ্যে একজন চালক রাজেশ রাওয়াত (৩৮), পিতা রাই সিং, যিনি নতুন টেহরির লামবগাঁওয়ের নাগ পানিয়ালা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। অপর নিহত তীর্থযাত্রী শৈলেন্দ্র কুমার (২৪), পিতা মোহনলাল যাদব, হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান।

আহতরা হলেন, লক্ষ্মণ সিং (২৪), ওমকার সিং (২৪), বিপেশ যাদব (১৯) এবং চিত্রাংশ সাহু। সকলেই দুর্গ জেলার বাসিন্দা। আহতদের আগস্ত্যমুনি কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তারা বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা (ডিডিএমও) নন্দন সিং রাজওয়ার জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও জেলা দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী (ডিডিআরএফ) দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে।

এই দুর্ঘটনা ফের প্রমাণ করল যে, হিমালয় অঞ্চলের পাহাড়ি সড়কগুলো বিশেষ করে বর্ষাকাল ও তীর্থযাত্রার সময় ভূমিধসের কারণে কতটা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের সতর্ক থাকার এবং আবহাওয়া ও রাস্তার পরিস্থিতি সম্পর্কে সময়ে সময়ে প্রশাসনের দেওয়া আপডেট অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

জয়পুরের দুটি হোটেলে বোমা হুমকি

জয়পুর, ৩১ মে : জয়পুরের দুটি নামী হোটেল হলিডে ইন এবং র‍্যাফেলস---এ শনিবার সকালে বোমা হামলার হুমকি পাওয়া যায়। ফলে তৎক্ষণাৎ হোটেল দুটি খালি করে দেওয়া হয়। হলিডে ইন হোটেলে একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের তিন মন্ত্রী, যার মধ্যে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জওহার সিং বেদামও ছিলেন।

হলিডে ইন হোটেল ২২ গোডাউন সার্কেলে অবস্থিত সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে একটি ই-মেইলের মাধ্যমে হুমকি পায়। সেই সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরও দুই মন্ত্রী কে.কে. বিষ্ণোই এবং সমবায় মন্ত্রী গৌতম ডাক। পুলিশের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার পর স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বেদাম স্বয়ং মঞ্চ থেকে হুমকির কথা ঘোষণা করেন এবং সবাইকে হোটেল ছেড়ে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন। পরে তিন মন্ত্রী-সহ সকল অতিথিকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়।

এর কিছুক্ষণ পর দুপুর ১২টা ৫ মিনিটে দিল্লি রোডে অবস্থিত র‍্যাফেলস হোটেলেও অনুরূপ ই-মেইল হুমকি আসে। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যায় এটিএস (অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড) ও বম্ব স্কোয়াড। হোটেল দুটির অতিথি ও কর্মীদের নিরাপদে বের করে আনা হয় এবং ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

এর আগে শুক্রবার জয়পুর মেট্রো কোর্ট ও ফ্যামিলি কোর্ট-এও বোমা হামলার হুমকি আসে। তিনটি আলাদা ই-মেইল আইডি থেকে পাঠানো সেই বার্তায় দুপুর ২টার মধ্যে বিস্ফোরণের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, যেগুলি একজন স্বঘোষিত প্রাক্তন নকশালপন্থীর নামেই পাঠানো হয়েছে।

সেইদিন দুই কোর্টই খালি করে সার্চ অপারেশন চালানো হয়। ফ্যামিলি কোর্ট চার ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চলে এবং মেট্রো কোর্ট এক ঘণ্টার মধ্যেই ক্লিয়ার ঘোষণা করা হয়। কোথাও কোনও বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে জয়পুরে একের পর এক বোমা হুমকি দেখা যাচ্ছে। ৮, ১২ এবং ১৩ মে সবাই মানসিং স্টেডিয়াম-এ একাধিকবার হুমকি আসে।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ সতর্কতার সঙ্গে তদন্ত চালাচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোথাও কোনও বিস্ফোরক উদ্ধার হয়নি, তবুও প্রতিটি ঘটনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্ত চলছে।

PRESS NOTICE INVITING e- Auction NO: 12, 13 & 14/EE/ENGG.CELL/DSE/2025-26 Dt. 28/05/2025.

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 18/06/2025 at

Auction

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Dismantling and removal of Abandoned building of Chotakhcheri Eng. Med. HS School, Sabroom, South Tripura DRAFT Notice Inviting e-Auction [illegible]	Rs. 57548.00	Rs. 1151.00	20(Twenty) Days	Up to 15.00 Hrs on 18/06/2025	19/06/2025 on 11.00 hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Dismantling and removal of Abandoned building of Anandanagar Higher Secondary School, Agartala, West Tripura DRAFT Notice Inviting e-Auction [illegible]	Rs. 238857.00	Rs. 4778.00	20(Twenty) Days	Up to 15.00 Hrs on 18/06/2025	19/06/2025 on 11.00 hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
3	Dismantling and removal of Abandoned building of Bhigudas Bari High School, Mandwai, West Tripura DRAFT Notice Inviting e-Auction [illegible]	Rs. 53118.00	Rs. 1066.00	20(Twenty) Days	Up to 15.00 Hrs on 18/06/2025	19/06/2025 on 11.00 hrs	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online throu\website https:// tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.
ICA|4/799/25

(Er. B.K.De)
Executive Engineer,
Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex

NOTICE INVITING QUOTATION NO. 01/AGRI/DAM/2024-25

On behalf of the 'Chairman(TAPMB), the General Manager, Tripura Agricultural Produced Market Board, Office Lane, Agartala, invite sealed separate quotations from owners of vehicle having Commercial License for hiring of 1 (one) No. MARUTI SUZUKI ERTIGA Vehicle for a period of 01 (one) year.

SL NO	Description of Work	Quantity	Cost of tender	Quotation dropping center	Last date & time for application & issue of tender documents	Date & time for dropping of quotation	Date & time for opening of quotation
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hiring of 01 (one) No. **Maruti Suzuki Ertiga along with driver** for official use by General Manager,Tripura Agricultural Produced Market Board, Office Lane, Agartala, Tripura (West) for a period of 01 (one) year. **(DNISQ No.: 01/AGRI/DAM/2024-25)**	01 (One) no.	Rs. 1,000.00 only.	O/O the Director of Agricultural Marketing, Deptt. Of Agriculture & F.W., Office Lane, Agartala	17/06/2025 Up to 03.00pm (All working days only)	18/06/2025 Up to 03.00pm	18/06/2025 At 04:00 PM, if possible

For details, please contact to the office of the undersigned.
ICA/4/790/25

(Maniklal Debbarma)
General Manager (TAPMB) Office Lane, Agartala

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T No:02/EE/DIV-I/AMC/2025-26 **Dated : 30/05/2025**

The Executive Engineer, Division NO-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, Invites online percentage rate bids, on open bidding format for following works:

Sl. No	DNIeT No	Estimated cost	Earnest Money	Time of completion
1	D.N.I.E.T No.08/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs.9,68,738/-	Rs.19,375/-	60 (Sixty) days

1. Last date and time for document downloading/bidding : 05-06-2025 at 14.00 Hrs/15.00 Hrs
2. Time and date of opening of Bid : 05-06-2025 at 16.00 Hrs (If Possible)
3. Bid forms and other details can obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Sd/-Illegible
(Er Sujay Chaudhury)
Executive Engineer
PW Division-I
Agartala Municipal Corporation.
No. 2021-39 / F.140/SD-I/2010 **Dated the 30th May, 2025**

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER FOR SETTLEMENT OF 01 (ONE) FOREIGN LIQUOR WAREHOUSE WITHIN THE LOCAL LIMITS OF SEPAHIJALA DISTRICT(2nd Call)

It is hereby notified for general information that license is proposed to be offered for settlement of 01 (one) Foreign Liquor Warehouse within the limits of Sepahijala District, through e-tender method for the period of April 2025 to March 2026 (12 months).
Details of the terms & conditions of the 'Notice Inviting E-Tender' are available in the website-https:// Portal-tripuratenders.gov.in, State www.tripura.gov.in, District Web Portal-www.Sepahijala.nic.in and in the Notice Board of O/o-the Collector of Excise, Sepahijala District, Bishramganj
Last date of submission of e-tender addressed to the Collector of Excise, Sepahijala District, Bishramganj will be on 18/06/2025 up to 5:30 PM.
Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the Collector of Excise, Sepahijala District and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in.
All future Corrigendum/addendum relating to this tender, if any will be published in due course only in the aforesaid website.
ICA/C/787/25

(Dr. Siddharth Shiv Jaiswal, IAS)
Collector of Excise
Sepahijala District

PNIET No.: 07/EE/UDP-DIVN/UDP/2025-26, Dated. 15.05.2025

The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bids system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of o their State & Central for the following work:-

Sl. No.	DNIT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last Date & time for document downloading & bidding	Time & Date of opening of Bid
1	DNIT No. 02/CE/PWD(R&B)/ACE (P&DU)/BRIDGE/ 2025-26.	Rs. 8,83,39,753.00	Rs.17,66,795.00	720 Days	Up-to 03.00 PM on 17.06.2025	At 04.00 PM on 17.06.2025, if possible.

All the above mentioned online activity should be done in the e-procurement portal http:// tripuratenders.gov.in.
ICA/C/803/25

(Er. H. Majumder)
Executive Engineer
PWD(R&B), Udaipur Division Gomati District, Tripura.

PNIe-T No. 26/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Dated: 23/05/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from reputed resourceful Manufacturers / Authorized Sales & Service Dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/Government Undertaking Buildings and Service centre/Service Provider in Tripura for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTINATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	**Providing, installation and Commissioning of split type Air Conditioning machine in the Conference Room at Dhalai District Court Complex, Ambassa during the year 2025-26.** DNIeTNo.21/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2025-26.	Rs 71,150.00	Rs 2135.00	30(Thirty) Days	Up to 3:00 PM on 10/06/2025	At 3:30 PM on 10/06/2025

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/797/25

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD Agartala

RECRUITMENT DRIVE
(প্রাইভেট কোম্পানিতে নিয়োগের জন্য)

ভারত সরকারের ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, আগরতলার ব্যবস্থাপনায় আগামী ০৫ই জুন, ২০২৫ অফিসলেইন, আগরতলা প্রাঙ্গনে সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত, জবফেয়ার অনুষ্ঠিত হবে। ইচ্ছুক ও যোগ্যপ্রার্থীরা উল্লেখিত তারিখ ও স্থানে অনুষ্ঠিত ইন্টারভিউতে যোগদান করার জন্য আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

Date: 05th June, 2025 : Time: 11.00 am to 5 pm
Venue: Ground floor, Shrama Bhawan, Office Lane, Agartala, Tripura (W)

Job Title	Vacancy	Place of Posting	Salary (Per month)	Qualification	Experience	Age	Employer
Delivery Boy	200 nos.	Agartala	Upto Rs. 28,000 - per order base income	10th Pass	Bike Driving licence Mandatory	Up to 40 yrs	Fasgsolz Solution Pvt Ltd
HR Recruiter	02 nos.	Agartala	Upto Rs. 21,000/-	Graduation, MBA(HR), BBA	2-3 Years minimum at team handling, office operation management	Up to 32 yrs	
HR Executive	10 nos.	Agartala	Upto Rs. 25,000/-	Graduation Preferable	1-3 years HR Recruitment experience preferable	Up to 30 yrs	
HR Admin Accountant	02 nos.	Agartala	Upto Rs. 21,000/-	Graduation, B Com MBA PGDM	2-3 yrs have experience in payroll & salary management, strong knowledge of MS Excel, TDS, PF, ESI, Salary Structure	Up to 38 yrs	
Security Guard	50 nos.	Hyderabad	Rs.15,000/-	10th Pass	-	Below 50 yrs	Max Force Private Ltd
Security Supervisor	10 nos.	Hyderabad	Rs.17,000/-	10th Pass	Minimum 2 yrs	Below 50 yrs	
House keeping	35 nos.	Hyderabad	Rs.15,000/-	8th Pass	-	Below 50 yrs	
House keeping Supervisor	05 nos.	Hyderabad	Rs.17,000/-	10th Pass	Minimum 2 yrs	Below 50 yrs	
Delivery Boy	15 nos.	All Tripura	Per parcel Rs.16/-	8th Pass to Graduation	Freshers & Experience (Both can apply) Vehicle two wheeler	18 to 40 yrs	Ultrakeet Courier
Tele Caller	2 nos. (Female)	Agartala	Rs.8,000/-	Graduation	Freshers & Experience (Must know English & Hindi)	18 to 41 yrs	
Receptionist	1 no. (Female)	Agartala	Rs.7,500/-	Graduation	Freshers & Experience (Must know English & Hindi)	18 to 25 yrs	
Total posts	332						

- কোনো আবেদন পত্র জমা করতে হবেনা। একমাত্র On-Spot ফর্মফিলাপ করতে হবে যা এমপ্লয়াররাই সরবরাহ করবেন। ইন্টারভিউর সময় প্রার্থীদের BIODATA সহ ১০ম অষ্টম বর্ষের প্রমানপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমানপত্র, নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট বা PRTC, NCS Card/ PAN card/ voter ID, এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট ইত্যাদির অরিজিনাল ও ফটোকপি নিয়ে আসতে হবে।
- বিস্তারিত আরও বিবরণের জন্য মডেল কারিয়ার সেন্টার, আগরতলায় যোগাযোগ করা যেতে পারে। ইচ্ছুকপ্রার্থীদের জব-ফেয়ারে/ রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ এ সরাসরি অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
- যেই সব প্রার্থী সিলেক্ট হবেন তাদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে তারা তাদের বেতন, কাজ ও অন্যান্য সমস্তসুযোগ-সুবিধা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যসংশ্লিষ্ট এমপ্লয়ার থেকে নিশ্চিত ভাবে জানার পর যেন কাজে যোগদান করবেন।
- মডেল কারিয়ার সেন্টার, আগরতলা, এমপ্লয়ার ও জব-সিকারের মধ্যে সংযোগস্থাপন করার জন্য এই আয়োজন করছে। এমপ্লয়ার বা জব-সিকারের মধ্যে যেকোনো কেউ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে মডেল কারিয়ার সেন্টার, আগরতলা দায়ী থাকিবে না।

Director
Employment Services & Manpower Planning
Government of Tripura

ICA/D-305/25

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হতে পারে মৃত্যু কানের কটন বাডের খোঁচায় !

কানে অস্বস্তি হলেই মানুষ কটন বাডস খুঁজেন। এই কটন বাডের মাধ্যমে কানে সুঁড়সুঁড়ি দিয়ে আরামও পেয়ে থাকেন। মানুষের এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে কিছু বাণিজ্যিক সংস্থা তৈরি করছে বিভিন্ন ধরনের কটন বাডস। কিন্তু আপনি জানেন কি এই কটন বাডস কানের কতোটা ক্ষতি করছে?

সম্প্রতি কটন বাডের ব্যবহার নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি সমীক্ষা বেশ ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতোই। তাদের রিপোর্ট বলছে, প্রতিবছর বিশ্বে এতে মারা যায় প্রায় সাত হাজার মানুষ। বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় এ অঙ্ক নগণ্য হলেও ভবিষ্যতে এই সংখ্যা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা নিয়ে চিন্তিত আছেন চিকিতসকরাও। চিকিৎসকদের মতে, কটন বাডের তুলা অসাবধানতায় কানে ঢুকে গিয়ে মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের সাহায্যও নিতে হয়। শুধু তাই নয়, কটন বাডসের খোঁচায় কানের তরুণাস্থিও হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত। যার ফলে দুর্বল হচ্ছে শ্রবণশক্তি।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, কানের ভেতর যেটুকু ময়লা থাকে, তা আদতে কানের ভেতরের পর্দাকে রক্ষা করে। খুব জোরে আওয়াজ, কাছ থেকে ফুঁ দেওয়া বা বাইরের কোন আঘাত -এসব থেকে কানের পর্দাকে রক্ষা করে এই ময়লা। তাদের মতে, কানের ভেতরের আঠালো পদার্থ আমাদের কানের জন্য ভাল। এসব কানের পর্দাকে বাইরের সংক্রমণ ও ধুলাবালি থেকে রক্ষা করে। কানে ময়লা বেশি জমে যাওয়ার ধারণাটি একেবারেই ভুল। যেটুকু ময়লা অতিরিক্ত থাকে তা কান নানাভাবে বের করে দেয়। এর জন্য আলাদাভাবে খোঁচাখুঁচির দরকার হয় না।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, শরীর একটা নির্দিষ্ট ওজনের পর ময়লা নিজের ভেতরে রাখে না। এ জন্য তারা কান ভেতর থেকে পরিষ্কারের পরামর্শও দেন না। কান পরিষ্কারের এমন বাতিক থেকে না-কি অনেকে শ্রবণশক্তিও হারান।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কটন বাড ময়লাকে কানের পর্দার কাছে ঠেলে দেয়। যার ফলে আঘাত লাগে কানের নরম টিস্যুতে। কান যেহেতু শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে, তাই বাডসের প্রভাবে শ্রবণশক্তি ক্ষয় হওয়ার পাশাপাশি শরীরের সাম্যও নষ্ট করে।

চকলেটও ওজন কমাতে পারে

যদি পরিমিত চকলেট খাওয়ার অভ্যাস করা হয় তবে বাড়তি ওজন কমতে পারে। চকলেটে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অন্যান্য পুষ্টিগুণ ওজন কমাতে সহায়তা করে বলে জানা যায় সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে। সাধারণত ডার্ক চকলেট স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে মিল্ক চকলেট কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে সেটা জানার জন্যই পর্যবেক্ষণ চালায় 'ব্রিগাম অ্যান্ড উইমেন্স হসপিটাল'য়ের গবেষকরা।

নারীদের ওপর গবেষণা 'জার্নাল অব দ্যা ফেডারেশন অব

আমেরিকান সোসাইটি ফর এক্সপেরিমেন্টাল বায়োলজি'তে প্রকাশিত এই পর্যবেক্ষণের ফলাফলে বলা হয়, দিনে বিভিন্ন সময় ১০০ গ্রাম (৩.৫ আউন্স) চকলেট খাওয়া মেনোপোজের আগে বিপাক বাড়াতে সহায়তা করে। অংশগ্রহণকারী ১৯ জন নারীকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়। এক দল সকালে, অন্য দল রাতে চকলেট খান এবং শেষ দলটি কোনো রকম চকলেট খায় না। তবে অংশগ্রহণকারীরা তাদের দৈনিক খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনেনি। এই পরীক্ষা ১৪ দিন ধরে চলে। চকলেট ওজন বাড়ায় না গবেষণায় দেখা গেছে, ১৪ দিন চকলেট খাওয়া পর অংশগ্রহণকারীদের ওজন বাড়েনি না। সুতরাং ওজনের বৃদ্ধির পেছনে চকলেটকে দায়ী করা অপ্রাসঙ্গিক। নারী স্বাস্থ্যের ওপর চকলেট ইতিবাচক ভূমিকা রাখে গবেষণায় দেখা গেছে, সকাল ও রাতে চকলেট খাওয়া দুই দলের অংশগ্রহণকারীদেরই ক্ষুধা হ্রাস পায় এবং মিষ্টি খাওয়ার চাহিদা কমায়। রাত ও দিনে চকলেট খাওয়ার পার্থক্য রাত বা দিন দুই সময়ই চকলেট খাওয়া ক্যালরি কমায়। তবে রাতে চকলেট খাওয়া দিনের তুলনায় দ্বিগুণ ক্যালরি পোড়াতে সাহায্য করে বলে জানানো হয় এই গবেষণায়। কারণ সকালে চকলেট খাওয়ার দল গড়ে ১৫০ এবং রাতে চকলেট খাওয়া দল ৩০০ ক্যালরি খরচ করতে পেরেছিল। রাতে চকলেট খাওয়া দলের অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক পরিশ্রম ৬.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কোমড়ের মাপ ১.৭ শতাংশ হ্রাস পায় এবং ঘুম চক্র স্বাভাবিক থাকে বলে দেখা যায় গবেষণায়।

অন্ত্রের কার্যক্রম চকলেট খাওয়ার ফলে অন্ত্রের 'মাইক্রোবাইওটা'র কার্যকারিতা বাড়ায় যা ক্ষুধা,

গুরুত্বপূর্ণ 'কিন্তু' খাদ্যাভ্যাসে চকলেট যোগ করার আগে আরও কিছু জানা প্রয়োজন। নারীদের ওজন কমাতে চকলেট সহায়তা করে ঠিকই। তবে এতে ব্যবহৃত চকোলেটের ক্যালরির পরিমাণ প্রায় ৫৪২। তাই চকলেট খাওয়ার ক্ষেত্রে ৩.৫ আউন্স আপনার জন্য প্রয়োজনের তুলনায় খানিকটা বেশি হবে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ওষুধের থেকেও দেবে বেশি উপকার : যোগা

আর্থাইটিসের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। বয়স ৩০ ছুঁতেই এখন অনেকের শরীরে আর্থাইটিসের লক্ষণ দেখা যায়। আসলে যে কোনও বয়সে আর্থাইটিস দেখা দিতে পারে। এর জন্য ব্যথার ওষুধ থাকলেও অনেক সময় তাতেও আরাম পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ব্যথার অন্যতম কারণ হল ফিট না থাকা। ফলে নিয়মিত ব্যায়াম করলে এই ব্যথা এড়ানো যায়। এমনকি নিয়মিত ব্যায়াম করলে দীর্ঘদিনের ব্যথা কমেও যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যায়াম শুধু গাঁটের ব্যথা কমায় না, পেটের স্বাস্থ্যও ভালো রাখে। কোনও রোগ না থাকলেও অনেকে হজমের গন্ডগোলে ভোগেন। ব্যায়ামের ফলে সেই সমস্যা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। ক্রনিক রোগ কিছু নির্দিষ্ট অভ্যাসের কারণে হয়। যোগ ব্যায়াম করলে সেই ক্রনিক রোগও সহজে কাবু করতে পারে না। এক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি যোগাই দেবে আরাম। দেখে নিন আর্থাইটিসের ব্যথা কমাতে নিয়মিত কোন যোগাসনগুলি করবেন।

ত্রিকোণাসন -ঃ ত্রিকোণাসন যোগা করার জন্য প্রথমে দু''টি পা ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। হাত দু''টি দু'পাশে লম্বা করে দিন। এ বার বাঁ পাশে শরীরকে বেঁকিয়ে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পায়ের আঙুলকে স্পর্শ করুন। ডান হাতটি উপরের দিকে একেবারে সোজা করে রাখতে হবে। হাঁটু দু''টি ভাঙা চলবে না। এ ভাবে দশ অবধি গুনুন। এ বার দু'টি হাত না ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়ান। একই ভাবে ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন। ৩ বার এই আসনটি করুন।

ট্রায়াঙ্গল পোজ -ঃ ট্রায়াঙ্গল পোজ আর্থাইটিসের ব্যথা কমায়। এই ব্যায়ামের দু'পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক হাত দিয়ে এক পায়ের পাতা ধরার চেষ্টা করতে হয়। এই সময় অন্য হাতটি সোজা উপরের দিকে তাক করা থাকে। ট্রায়াঙ্গল পোজ কোমর ও নিতম্ব অংশের ব্যথা সারাতে সাহায্য করে। এছাড়া মেরুদন্ডও মজবুত করে।

পশ্চিমমোত্তানাসন যোগা পশ্চিমমোত্তানাসন যোগা করতে সবার প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে দু'হাত মাথার দু'পাশে উপরের দিকে রাখুন। পা দু'টি এক সঙ্গে জোড়া রাখুন। এ বার আস্তে আস্তে উঠে বসে সামনে ঝুঁকে দু'হাত দিয়ে দুই পায়ের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করুন। কপাল দু'পায়ে ঠেকান। হাঁটু ভাঁজ না করে পেট ও বুক উরুতে ঠেকান। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে থাকার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন।

ওয়ারিয়র টু পোজ ঃ- এই পোজে এক পা সামনে একটি পদক্ষেপের মতো এগিয়ে দিতে হয়। পিছনের পা যতটা সম্ভব পিছনে রেখে এক হাত সামনের দিকে ও আরেক হাত পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিতে হবে। এই ব্যায়াম পেটের অঙ্গগুলোকে ভালো রাখে। পাশাপাশি শরীরের ভারসাম্যও সুষ্ঠু রাখে।

শলভাসন ঃ- শলভাসন করার জন্য উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার আপনার থুতনি মাটিতে স্পর্শ করান। পা দু'টি টানটান করে গোড়ালি দু'টিকে স্পর্শ করান। হাতের পাতা উল্টো করে উরুর নীচে রাখুন। এ বার প্রথমে বাঁ পা সোজা করে সামান্য উপরের দিকে তুলে ৫ অবধি গুনুন এবং নামিয়ে নিন। একই ভাবে ডান পা-টি উপরের দিকে তুলে নামিয়ে আনুন। এ বার দু'টি পা একসঙ্গে উপরের দিকে তুলুন। দশ অবধি গুনে পা দু'টি নীচে নামিয়ে আনুন। পর পর ৩ বার আসনটি করুন। স্নায়ু এবং মাংসপেশিকে সচল রাখতে সাহায্য করে এই আসন।

ব্রিজ পোজ ঃ- ব্রিজ পোজে মাটিতে শুয়ে পা ভাঁজ করে পেটের অংশ উপরের দিকে ওঠাতে হয়। এই অবস্থায় দুই হাত দিয়ে দুই পায়ের পাতা ধরার চেষ্টা করতে হবে। এই পোজে ঘাড়, গলা, হাঁটু ও বুকের পেশি শক্ত হয়। পাশাপাশি এই অঙ্গগুলোর ব্যথাও কমে।

প্রসঙ্গত,যে কোনও বয়সে আর্থাইটিস দেখা দিতে পারে। আর্থাইটিসের ব্যথা কমানোর জন্য ওষুধ তো রয়েছেই। তবে নিয়মমাফিক জীবনযাপন করাটাও অত্যন্ত জরুরি। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, আর্থাইটিসের লক্ষণ দেখা দিলেই খাওয়াদাওয়ায় আনতে হবে বদল। বাইরের তেল-মশলাদার খাবার একেবারেই খাওয়া বন্ধ করতে হবে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাও সমান জরুরি। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, আর্থাইটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়ম করে শরীরচর্চা করা খুব দরকার।

আপনার স্ট্রেসের কারন কি ফাস্ট ফুড

আজকের যুগে যুবক, প্রাপ্ত বয়স্ক বা বৃদ্ধ সবারই স্ট্রেস লেভেল আকাশ ছোঁয়া। গতিময় জীবনযাত্রা, কাজের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা বা ব্যক্তিগত সমস্যার কারণেই হোক স্ট্রেস দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। সময় স্বল্পতার কারণে বেশিরভাগ লোকই ফাস্টফুডের আশ্রয় নেয় কারণ এটি সহজেই পাওয়া যায় এবং সুস্বাদুও। কিন্তু আপনি কী জানেন ফাস্টফুড স্ট্রেসের মাত্রা বাড়াতে ভূমিকা রাখে? ফাস্টফুড এবং স্ট্রেস কীভাবে সংযুক্ত তা জেনে নিন -

রক্তে শর্করার মাত্রা মেজাজ পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। নিউরোট্রান্সমিটার যেমন সেরোটোনিন, ডোপামিন এবং এসিটাইলকোলিন আমাদের চিন্তাভাবনা, অনুভব এবং আচরণের পদ্ধতিটিকে প্রভাবিত করে। ভিটামিন, খনিজ এবং প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিডের অভাব মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে।

নিউট্রিয়েন্টস জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায়, অল্প বয়সী বাচ্চাদের বেশি ওজন ও কম-আয়ের মায়েদের গবেষণায় অংশ নেওয়ার পরে, ফাস্ট-ফুড খাবার এবং উচ্চ-ফ্যাটযুক্ত স্ন্যাকস খাওয়ানো হয়েছিল। ১৬-সপ্তাহের এই প্রোগ্রামটির লক্ষ্য ছিল স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, স্বাস্থ্যকর খাওয়া এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপ প্রচার করে ওজন বাড়ানো রোধ করা। যখন স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের কথা আসে, গবেষকরা নারীদের তাদের চাপ সৃষ্টি করার সমস্যাগুলোর সমাধান করার পরিবর্তে, তাদের চিন্তাভাবনাটি বদল করার পরামর্শ দেয় এবং সমস্যাগুলো যখন ভুল হয় তখন নিজেকে দোষ না দেওয়ার পরামর্শ দেয়।

হেমের হেমগ্রন্থ

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

মানুষের মনের কথা ফুটিয়ে তোলার জন্য একবাক্যে হরেক শব্দের প্রয়োজন হয়। হরেক ফুল দিয়ে যেরূপ একটি মালা তৈরি হয় ঠিক সেইরূপ বিভিন্ন শব্দের মিলিত প্রয়াসে গড়ে উঠে জীবন-গাঁথা স্বরূপ বিভিন্ন ভাষার মেলবন্ধন। 'হেমগ্রন্থ' গ্রন্থের কথামুখে লেখক নয়ন বসু দেখিয়েছেন, 'হেম, ওর নাম হেম। ছোটবেলায় ভারী দুরন্ত ছিল ও। ছাদের কার্নিশের ধার ধরে হাঁটত, বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে পড়ে ছিঁড়ে নিত ডাসা পেয়ারা, গেছো মেয়ের মতন জলের ট্যাংকারে উঠে বসে থাকত। ওদের মফস্বলে উঁচু উঁচু বাড়ি ছিল না। তাই দিব্যি জলের পাশে বসে দেখা যেত পশ্চিমের আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বিন্দু বিন্দু কালো পাখির দল, মেঘের ওপর এসে পড়েছে অস্তগামী সূর্যের লাল ছায়া। একটা পুকুরও ছিল, কচি পায়ের পাতা ডুবিয়ে বসে থাকত সেই মেয়েটি।'

'মধুরিমা' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, 'গোচরণের মতো আধা মফস্বল শহর থেকে কলকাতায় রুটি-রুজির সন্ধানে রাজর্ষি এসে প্রথম গাছের অভাববোধ করে। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতন বকুলতলার বদলে তাঁকে দুটো তুলসী, একটা বেলি, একটা কামিনী, দুটো দোপাটি, একটা মানি প্ল্যান্ট, দুটো অ্যালোভেরা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।'

অন্যদিকে, লেখক দেখিয়েছেন, 'মধুরিমার সঙ্গে আমার কোনোদিনই 'বাবু খাইসো', 'আপিস জাইসো' টাইপ কথা হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। যারা ভাবে, প্রেমিক- প্রেমিকারা সবসময় প্রেমের ন্যাকা- ন্যাকা কথাবার্তা বলে, তারা গাধা টাইপ লোকজন। প্রেমিক-প্রেমিকারা নিতান্ত গদ্য টাইপ কথাবার্তা বলে।'

বইয়ের ইন্দু, মান্টা, ইরা অধ্যায়গুলি অনেক অজানাকে তুলে ধরে।

নীল-সাদার সুন্দর আঁকি-বুঁকি প্রচ্ছদ বিশিষ্ট এবারত প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির মূল্য-২৫০ টাকা।

শরীরচর্চা সেরা রচনা

শরীরচর্চা হল যেকোন শারীরিক কার্যক্রম বা শারীরিক ব্যায়াম যা আমাদের দেহের সুস্থতা রক্ষা এবং অনাক্রম্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে শরীরচর্চার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, তা যুগ যুগ ধরে বার বার প্রমাণিত হয়ে এসেছে। হাজার হাজার বছর পূর্ব সময় থেকেই মানবসভ্যতার মধ্যে শরীরচর্চার প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা আজও বর্তমান। আজ এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা শরীরচর্চার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করবো।

শরীরচর্চা কী?

শরীরচর্চা বলতে আমরা সাধারণত যেকোনো শারীরিক সক্রিয়তাকে বুঝি যা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তথা আমাদের সার্বিক স্বাস্থ্যের উপযুক্ততা বৃদ্ধি করে। আমাদের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এর কার্যকর অবদান রয়েছে; যেমন- পেশির শক্তি বৃদ্ধি করা, শারীরিক বলিষ্ঠতা এবং সহনশীলতাকে তীক্ষ্ণ করে তোলা, দৈহিক ওজনের সঠিক পরিমাপ বজায় রাখা তথা শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা এবং মনে আনন্দ প্রদান করা ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে শরীরচর্চা আমাদের শরীরের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ক্রমশ গতিশীল করে তোলে, যার ফলে দেহের সকল প্রকার জড়তা থেকে আমরা শরীরকে মুক্ত এবং সুস্থ সবল রাখতে পারি।

শরীরচর্চার প্রকারভেদ

শরীরচর্চা বিভিন্ন প্রকার ভেদ রয়েছে। কেউ কেউ খুব সাধারণ ভাবে শরীরচর্চা করে থাকেন, যেমন হাঁটা, দৌড়ানো, লাপ-ঝাঁপ দেয়া, সাঁতার কাটা, দৌড় খেলা, ব্যায়াম করা এবং যোগ ব্যায়াম করা। আবার অনেকে ফুটবল, লন টেনিস, ক্রিকেট, টেবিল টেনিস, হকি, ব্যাডমিন্টন এবং কাবাডি প্রমুখ খেলাধুলার মধ্য দিয়ে উন্নতমানের শরীরচর্চা করে থাকেন।

শরীর চর্চার উপযুক্ত সময়

শরীরচর্চা এবং ব্যায়ামের উপযুক্ত সময় রয়েছে, সঠিক সময়ে সঠিক শরীরচর্চা পদ্ধতি আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে উপযোগী। আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এই বিষয়ে অবগত যে, সকাল এবং বিকাল হল শরীর চর্চার উপযুক্ত সময়। তাছাড়া স্নান করার সময় কিছুক্ষণ সাঁতার দেওয়া উপযুক্ত। ঘুম থেকে ওঠার পর যোগ ব্যায়াম করার উপযুক্ত সময়। ঘুম থেকে উঠে সকালে হাঁটা, এবং বিকেল থেকে সন্ধ্যার সময়কালে হাঁটা বা খেলাধুলা করা স্বাস্থের পক্ষে উপযোগী। শারীরিক সুস্থতায় শরীরচর্চার প্রভাব শারীরিক সুস্থতার প্রধান উপায় হলো ব্যায়াম এর মাধ্যমে শরীরচর্চা। ব্যায়াম ছাড়া কোনো মানুষ শারীরিকভাবে সর্বদা সুস্থ থাকতে পারেন না। ব্যায়াম তথা খেলাধুলা শুধুমাত্র দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায় যে তা না, আমাদের মনেরও উন্নতি সাধন করে; কারণ, মন ছাড়া দেহ একা কখনো চলতে পারে না। দেহ হল মনের আধার, তাই শরীরচর্চার মাধ্যমে দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উন্নতি হওয়ার মধ্য দিয়ে মনের উন্নতিও হয়। আমদের মন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে কাজ করে অর্থাৎ মস্তিষ্ক দ্বারা সবকিছু পরিচালিত হয়, আর মানবদেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মস্তিষ্ক। আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় না থাকলে আমাদের দেহ অচল হয়ে পড়ে এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাবে কাজের সমন্বয় সাধন ঘটে। আর ব্যায়াম এসকল অঙ্গের সুষম উন্নতি সাধন করে। রোগ প্রতিরোধে শরীরচর্চার প্রভাব সুস্থ থাকতে হলে শুধু স্বাস্থ্যকর খাবার নয় বরং নিয়মিত শরীরচর্চারও প্রয়োজন। শরীরচর্চা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং নানা রকম শারীরিক সমস্যা থেকে রেহাই পেতে সাহায্য করে। নিয়মিত শরীরচর্চা উচ্চ রক্তচাপ, সংবহন তন্ত্রের জটিলতা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সার ইত্যাদির মতো নানাবিধ জটিল রোগব্যাধি প্রতিরোধ করে।

প্রতিদিন কিছু সময় হাঁটলে বা দৌড়ালে কিংবা অন্য পদ্ধতিতে শরীরচর্চা করলে রক্তচাপ বৃদ্ধির আশঙ্কা কম হয়, কোলেসট্রল নিয়ন্ত্রণে থাকে; যার ফলে আমাদের রক্তনালিতে কোনোভাবেই চর্বির পুরু আস্তরন জমতে পারে না, এভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। অন্যদিকে শরীরচর্চা হাড়ের ক্ষয়ও রোধ করে এবং ক্যান্সারের সম্ভাবনা থেকেও আমাদের দূরে রাখে।

শরীরচর্চার প্রভাবে মস্তিষ্ক থেকে ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয় এবং এই রাসায়নিক পদার্থগুলো আমাদের মনকে প্রফুল্ল রাখতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এমনকি শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির পাশাপাশি রাসায়নিকগুলো চেহারায় লাবণ্যও বৃদ্ধি করে। নিত্য ব্যায়াম এবং শরীরচর্চা করার ফলে আমাদের দেহের প্রতিটি কোষে ভালো পরিমাণে অক্সিজেন এবং পুষ্টি সরবরাহ হয় এবং এভাবেই হৃদযন্ত্র এবং রক্তনালিও সচলভাবে কাজ করে, যা আমাদের কর্মস্পৃহা বাড়ায় এবং কাজে-কর্ম ও লেখাপড়ায় মনোসংযোগ বৃদ্ধি করে।

বিভিন্ন কারণে শরীরচর্চা জরুরী, যেমন- মাংসপেশী ও সংবহন তন্ত্র সবল করা, শারীরিক ওজন নিয়ন্ত্রণ করা, ক্রীড়া-নৈপুন্য বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি। অন্যদিকে যারা ঘুমের সমস্যায় ভোগেন, তাদের জন্য ব্যায়াম অত্যন্ত উপকারি। ব্যায়ামের অভ্যাস যেমন অনিদ্রার সমস্যা দূর করে, তেমনি অতি নিদ্রাও হ্রাস পায়। সুতরাং নিয়মিত শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে ঘুমের সকল রকম সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

শরীরচর্চার উপায় শরীরচর্চার করার ক্ষেত্রে মানব মনের সচেতন প্রয়াস অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আমাদের পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্য শরীরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা সমানভাবে থাকা জরুরি। শৈশবকাল থেকেই আমাদের সকলকে মুক্ত পরিবেশে খেলাধুলা এবং নানান রকম ব্যায়ামের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শরীরচর্চার প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয় এবং এভাবেই সকলের স্বাস্থ্য-সচেতনতা গড়ে তুলা উচিত, কারণ শরীরচর্চার অন্যতম উপায় হল যোগেব্যায়াম।

প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় সাধকরা এই যোগে-ব্যায়াম উদ্ভাবন করেছিলেন, দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা গতিশীল রাখা এবং শরীরকে সুস্থ ভাবে কর্মোপযোগী করে তোলা ছিল এই উদ্ভাবনের মূল লক্ষ্য। তাছাড়া আজকাল স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে যোগেব্যায়ামের সাফল্য অনস্বীকার্য। অন্যদিকে যোগেব্যায়াম সহ নানা রকম খেলাধুলাও শরীরচর্চার করার পক্ষে বিশেষ হিতকর বলে মনে করা হয়। কিন্তু একটা বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে যে, অনিয়মিত ব্যায়াম শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই নিয়মিত ব্যায়াম এবং পরিমিত তথা পর্যাপ্ত খাদ্যগ্রহণই হল শরীরকে সুস্থ রাখার সঠিক উপায়। শরীরচর্চা উপভোগ করা কেন জরুরী

আজকাল জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করা একটা ট্রেন্ডে পরিণত হয়ে গেছে। নতুন নতুন জিমে যোগদান করা মানুষের কাছে মেশিনের মাধ্যমে শরীরচর্চা করাটা শুধুই মেদ ঝরানোর একটি উপায়মাত্র। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে শরীরচর্চা শুধুমাত্র মেদ ঝরায় যে তা না, বরং আমাদের মনকেও সুস্থ রাখে, তবে যদি আমরা এই শরীরচর্চা উপভোগ করি তবেই এর সঠিক ফল পাওয়া যায়। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই জিমকে মেদ ঝরানোর কারখানা বলে মনে করেন, সেহেতু তারা শরীরচর্চাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন না, আর কোনোও কাজ যখন উপভোগ করার চেয়ে প্রয়োজন মনে করে করা হবে, তখন সেই কাজের পূর্ণ সুবিধা পাওয়াও যেন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

শনিবার আগরতলায় বিশ্ব তামাক দিবস উপলক্ষ্যে এর র‍্যালীর আয়োজন করা হয়।

আমাদের যে চোখ রাঙাবে, জবাব তার দরজায় পৌঁছে যাবে', হুঁশিয়ারি জেপি নড্ডার

জয়পুর, ৩১ মে : আমাদের যে চোখ রাঙাবে, তার জবাব তার বাড়ির দরজায় পৌঁছে যাবে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে.পি. নড্ডা শনিবার জয়পুর সফরে গিয়ে এভাবেই কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের প্রতিরক্ষা নীতিকে শক্তিশালী করার প্রশংসা করে নড্ডা বলেন, ''আমাদের 'অপারেশন সিঁদুর' ও সার্জিকাল স্ট্রাইক দেখিয়ে দিয়েছে, কেউ চোখ তুলে তাকালে আমরা তার ঘরে ঢুকে জবাব দিই। পাকিস্তান চার দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছিল।''

তিনি জানান, পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটিতে ভারতীয় সেনার সুনির্দিষ্ট হামলায় ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছে। এ সবই মোদির সাহসী নেতৃত্বের ফল বলে দাবি করেন তিনি। নড্ডা বলেন, ''অপারেশন সিঁদুর'' এখনো চলছে এবং তা লক্ষ্যে পৌঁছনো পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এদিন জয়পুরে এসে প্রথমে মালব্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-তে যান নড্ডা। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দর মূর্তিতে মাল্যদান করেন এবং ক্যাম্পাসে একটি বৃক্ষ রোপণ করেন।

এরপর তিনি রাজস্থান ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার-এ উপস্থিত থেকে একাধিক সরকারি ও বিজেপির কর্মসূচিতে অংশ নেন। নড্ডা রাজস্থান পুলিশের ১৫০টি কালিকা ইউনিটকে পতাকা দেখিয়ে রওনা করান এবং 'লাডো ইনসেনটিভ স্কিম'-র অধীনে ৩২, ৭৫৫ জন ছাত্রীর হাতে আর্থিক সহায়তা হস্তান্তর কর্মসূচিও তদারকি করেন।

এদিন তিনি আহিল্যাবাই হোলকারের ৩০০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এক রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে সরকার ও বিজেপির যৌথ উদ্যোগে একাধিক কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এই সফরে নড্ডার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, উপমুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি মদন রাঠোর, স্বাস্থ্যমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং, মুখ্য সচিব এস. পন্ত, ডিজিপি ইউ.আর. সাহু ও অন্যান্য ঊর্ধতন আধিকারিক ও বিজেপি নেতৃবৃন্দ।

যাচাই ছাড়াই বাংলাভাষী মুসলিমদের ঠেলে বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে, অভিযোগ সিপিএমের

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : বাংলাভাষী মুসলিমদের যাচাই-বাছাই ছাড়াই বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে। সিপিএম পলিটব্যুরো শনিবার এক বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় ও বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারগুলোর বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ তুলেছে।

বিবৃতিতে পলিটব্যুরোর বক্তব্য, 'সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিকদের যেভাবে অমানবিকভাবে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে, তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। যারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হোককিন্তু সেটি যেন ন্যায্য ও সংবিধানসম্মত পদ্ধতিতে হয়।'

সিপিএমের অভিযোগ, পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার পর বিজেপি-শাসিত কিছু রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার বিশেষ করে বাংলাভাষী মুসলিমদের নিশানায় নিয়েছে। যাচাই ছাড়াই অনেককে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হয়েছে বলে দাবি দলের।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'সাম্প্রতিক প্রকাশিত সংবাদে জানা গেছে এমন কিছু ভারতীয় নাগরিককেও বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা আদতে ভারতেরই বাসিন্দা। এমনকি যাদের বিদেশি ট্রাইবুনাল 'বিদেশি' ঘোষণা করেছে, কিন্তু যাদের আপিল এখনো অসম হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীনতাদেরও জোরপূর্বক সীমান্ত পার করানো হয়েছে। এটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

এছাড়া সিপিএম দাবি করেছে, বিজেপি শাসিত অসম সরকার তাদের সাম্প্রদায়িক নীতিকে আরও আগ্রাসীভাবে বাস্তবায়ন করছে এবং 'জনজাতি জনগণকে অস্ত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত*' নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বিপজ্জনক ও সুদূরপ্রসারী পরিণতির আশঙ্কা তৈরি করছে।

দলটি বলেছে, 'দেশে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সরকারের দায়িত্ব। অনুপ্রবেশ রোধও প্রয়োজনীয়, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীকে অস্ত্র দিয়ে সমাধান খোঁজা আরও বড় সংকট তৈরি করবে।'

সিপিএম সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে, ধর্মের ভিত্তিতে অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্ত না করা হোক। তাদের বক্তব্য, যারা বেআইনিভাবে প্রবেশ করেছে, তাদের একটি ন্যায্য বিচারপ্রক্রিয়ার সুযোগ দিতে হবে। দরিদ্র, দলিলবিহীন অভিবাসীদের যাদের কোনও অপরাধমূলক উদ্দেশ্য ছিল না, তাদের সম্মানের সঙ্গে ও নিয়ম মেনে বিবেচনা করা উচিত বলে সিপিএম মনে করে।

রক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা শুধুমাত্র দেশের সামরিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য নয়, বরং উন্নত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ: প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিংহ

নতুন দিল্লি, ৩১ মে : নতুন দিল্লিতে আয়োজিত প্রতিরক্ষা সম্মেলনে প্রতিরক্ষা সচিব রাজেশ কুমার সিংহ বলেন, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা কেবলমাত্র দেশের সামরিক স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এটি 'উন্নত ভারত' গঠনের অন্যতম প্রধান শর্ত। তিনি জানান, ২০১৫ সালে ভারত ছিল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রতিরক্ষা আমদানিকারী দেশ, কিন্তু বর্তমানে ভারত শীর্ষ ২৫টি প্রতিরক্ষা রপ্তানিকারক দেশের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।

তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, ১০০-র বেশি ভারতীয় সংস্থা এখন মিসাইল, রকেট লঞ্চার, সিমুলেটর, সাঁজোয়া যান, ডর্নিয়ার বিমান, বিভিন্ন প্রকারের জাহাজ এবং সমুদ্র পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার মতো প্রতিরক্ষা সামগ্রী বিশ্বের ১০০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করছে।

প্রতিরক্ষা সচিব জানান, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়সীমা হ্রাসের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে আহ্বান জানান যাতে তারা গবেষণা ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয় এবং মূলধনী বিনিয়োগ, যন্ত্রপাতি ও প্রকৌশল সরঞ্জামের ক্ষেত্রেও বিশেষ জোর দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করলেন স্টিল আমদানির শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ

পিটসবার্গ, ৩১ মে : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করতে স্টিলের উপর আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করার ঘোষণা দিয়েছেন। পেনসিলভানিয়ার পিটসবার্গে স্টিল কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে এক আলোচনায় এই ঘোষণা দেন তিনি।

ট্রাম্প আরও বলেন, অ্যালুমিনিয়ামের ওপর শুল্কও দ্বিগুণ করে ৫০ শতাংশ করা হবে। উভয় শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত আগামী বুধবার থেকে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে।

তিনি জানান, জাপানি সংস্থা নিপ্পন থেকে ৯.২ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ যুক্তরাষ্ট্রের স্টিল শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করবে এবং প্রায় এক লাখ চাকরি রক্ষা করবে। এই বিনিয়োগের মধ্যে মন ভ্যালি অঞ্চলে ২.২ বিলিয়ন ডলার এবং দেশের বিভিন্ন অংশে আরও ৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হবে স্টিল উৎপাদন ব্যবস্থাকে আধুনিক করার জন্য।

এই ঘোষণাকে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শিল্পক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

তুর্কি এয়ারলাইন্সের সঙ্গে বিমান লিজ চুক্তি তিন মাসের মধ্যে শেষ করতে ইন্ডিগোকে নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৩১ মে : কেন্দ্রীয় সরকার বিমান সংস্থা ইন্ডিগোকে তুর্কি এয়ারলাইন্সের সঙ্গে করা বিমান লিজ চুক্তি আগামী তিন মাসের মধ্যে বাতিল করতে বলেছে। এই সিদ্ধান্ত তুর্কিয়ের সংস্থা সেলেবি এভিয়েশনের নিরাপত্তা অনুমোদন প্রত্যাহারের কয়েক সপ্তাহ পর নেওয়া হয়েছে। সেলেবি এভিয়েশন দিল্লিসহ ভারতের নয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সেবা দিত ইন্ডিগো বর্তমানে তুর্কি এয়ারলাইন্স থেকে লিজ নেওয়া দুটি বোয়িং ৭৭৭ বিমান পরিচালনা করছে। এই বিমানের জন্য ইন্ডিগোর পারমিট ৩১ মে পর্যন্ত বৈধ ছিল। সংস্থাটি নাগরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের কাছে সেই পারমিট ছয় মাস বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছিল।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাতণিক উড়ান সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা এবং যাত্রীদের অসুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে ইন্ডিগোকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত তিন মাসের জন্য পারমিট বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে মন্ত্রণালয় স্পষ্ট জানিয়েছে, এই সময়সীমা শেষে আর কোনো অনুমোদন দেওয়া হবে না।

"ভারত একটি অগ্রণী বৈশ্বিক শিক্ষা কেন্দ্র" শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ডঃ হরিনি আমরসুরিয়া

কলম্বো, ৩১ মে : শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ডঃ হরিনি আমরসুরিয়া ভারতকে একটি অগ্রণী বৈশ্বিক শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক পরিষদ (আইসিসিআর)-এর ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

ডঃ আমরসুরিয়া আইসিসিআর স্কলার হিসেবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটানো তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণ করে ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "ভারতে আমার শিক্ষাজীবন কেবল একাডেমিক শিক্ষা নয়, বরং একটি বৃহৎ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা ছিল।"

এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এই উপলক্ষে আইসিসিআর-এর ৭৫ বছর এবং কলম্বোতে সংস্থার ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়।

ভারতের উপ-উচ্চায়ুক্ত ডঃ সত্যঞ্জল পাণ্ডে আইসিসিআর-কে শুভেচ্ছা জানান এবং ভারত-শ্রীলঙ্কা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক মজবুত করতে সংস্থার অবদানের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে আইসিসিআর-এর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাবিদরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। পরবর্তী অংশে বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

স্বামী বিবেকানন্দ অনূর্ধ-২০ জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে দিল্লির জয়, মিজোরামকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় বার চ্যাম্পিয়ন

নারায়ণপুর, ৩১ মে: স্বামী বিবেকানন্দ অনূর্ধ-২০ পুরুষদের জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪—২৫-এর ফাইনালে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের মাধ্যমে দিল্লি রাজ্য ফুটবল দল মিজোরামকে ৪-২ গোলে পরাজিত করে টানা দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করল।

২০২৪ সালের শিরোপা জয়ের পর, এবারের জয় দিল্লিকে এই বিভাগে ধারাবাহিক সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। পুরো প্রতিযোগিতা জুড়ে দুর্দান্ত ছন্দে থাকা দিল্লির অন্যতম তারকা খেলোয়াড় ছিলেন জাজো প্রশান, যিনি এর আগে ভারতকে সাফ অনূর্ধ-১৯ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে জয়ী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপেও তার অভিজ্ঞতা ও ফর্ম দলকে অনেকটাই এগিয়ে দেয়।

এছাড়াও দিল্লির একাধিক খেলোয়াড় জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছেন। লৈশরান রাহুল মেইতেই 'টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়' নির্বাচিত হন তার ধারাবাহিক ও প্রভাবশালী পারফরম্যান্সের জন্য। কারন মাক্কার 'টুর্নামেন্টের সেরা গোলকিপার' নির্বাচিত হন তার চমৎকার গোলরক্ষা ও নেতৃত্বগুণের জন্য। ফাইনাল ম্যাচে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য আদিত্য অধিকারী 'ফাইনালের সেরা খেলোয়াড়'-এর সম্মান লাভ করেন। জয়ের পর দিল্লির প্রধান কোচ জাহিদ শফি মির বলেন, "এই টানা জয় কঠোর পরিশ্রম, একতা ও প্রতিটি খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফের নিরলস প্রচেষ্টার ফল। জাতীয় শিরোপা ধরে রাখা সহজ কাজ নয়, কিন্তু ছেলেরা পরিপক্কতা ও হৃদয় দিয়ে খেলেছে।"

সিনেমাটোগ্রাফার প্রতীক শাহর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ, ধর্মা প্রোডাকশনস-এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ

মুম্বই, ৩১ মে ''হোমবাউন্ড'' সিনেমার চিত্রগ্রাহক প্রতীক শাহর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার একাধিক অভিযোগ উঠেছে। প্রায় ২০ জন মহিলার তরফ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অশালীন ও যৌনভাবে আপত্তিকর আচরণের অভিযোগ জানানো হয়েছে। অভিযোগ ওঠার পরেই তিনি তাঁর ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল মুছে ফেলেছেন।

ফিল্মমেকার অভিনব সিং, যিনি ''সীতা'' ও ''যাত্রী কৃপয়া ধ্যান দেন'' নামক স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন, তিনি এই অভিযোগগুলিকে সামনে আনেন। অভিনব জানান, তিনি প্রায় ২০ জন মহিলার কাছ থেকে প্রতীক শাহর বিরুদ্ধে নানা ''ফ্লার্টিং'' ও ''ক্রীপি'' মেসেজের অভিযোগ পেয়েছেন, যেখানে তাঁকে 'প্রিডেটর' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রতীক শাহ এর আগে ''জুবিলি'', ''সিটিআরএল''-এর মতো কাজের জন্যও পরিচিত ছিলেন। জানা গেছে, এটি প্রথমবার নয় যখন তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ উঠেছে। প্রায় চার বছর আগে, এক তরুণী সিনেমাটোগ্রাফার ইন্ডিয়ান উইমেন সিনেমাটোগ্রাফারস' কালেক্টিভ (আইডব্লিউসিসি)-এর এক সিনিয়র সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওই তরুণীর অভিযোগ, ইনস্টাগ্রামে কাজের জন্য যোগাযোগ করার সময় প্রতীক শাহ তাঁর কাছে নগ্ন ছবি চেয়েছিলেন।

সূত্র অনুযায়ী, আইডব্লিউসিসি বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে এবং প্রতীক শাহকে হোয়াটসঅ্যাপে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়। তিনি পরে ক্ষমা চান এবং বলেন এটি ''একবারের ভুল'' ছিল।

সম্প্রতি, প্রতীক শাহের কাজ ''হোমবাউন্ড'' ধর্মা প্রোডাকশনস-এর প্রযোজনায় তৈরি হয় এবং কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হয়। অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার একদিন পর ধর্মা প্রোডাকশনস একটি বিবৃতি দেয়। 'ধর্মা প্রোডাকশনসে আমরা অশালীন আচরণ ও যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি মেনে চলি এবং এই ধরনের অভিযোগকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখি। প্রতীক শাহ 'হোমবাউন্ড' প্রকল্পে একজন

গুয়াহাটিতে টানা বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি, পাঁচজনের মৃত্যু পরিদর্শনে আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবর্মা

গুয়াহাটি, ৩১ মে : অসমের আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবর্মা আজ (৩১ মে) গুয়াহাটির একাধিক বন্যা-প্রবণ এলাকা পরিদর্শন করেন। টানা ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে শহরের বিভিন্ন অংশে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে এবং এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

পরিদর্শনের সময় সংবাদমাধ্যমকে মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, "গত ২-৩ দিন ধরে গুয়াহাটিতে প্রবল বর্ষণ হচ্ছে।

এখনও পর্যন্ত বৃষ্টিজনিত বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন, যার মধ্যে চাপাইডং এলাকায় এক মর্মান্তিক ভূমিধ্বসে একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।"

মন্ত্রী আরও বলেন, "জুবিপাৰ এলাকা আসলে এক সময়ে নদী ছিল, কিন্তু পরিকল্পনাহীন শহরায়নের কারণে এখন তা একটি নালায় পরিণত হয়েছে। এখানে বর্তমানে যেই জল প্রবাহিত হচ্ছে, তা মেঘালয় থেকে আসছে। তাই আমরা ভাবছি পুরো জুবিপাৰ সংলগ্ন সড়কটিকে রোড-কাম-ড্রেন হিসেবে গড়ে তোলার, যাতে এই জল সিলসাকো বিলের দিকে প্রবাহিত হতে পারে।"

বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য জোরকদমে চলছে। শহরের পৌর সংস্থা ও দুর্য্যোগ মোকাবিলা দলগুলি নালার জঞ্জাল পরিষ্কার, আটকে পড়া বাসিন্দাদের উদ্ধার এবং জরুরি ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে নিয়োজিত রয়েছে।

প্রশাসনের তরফে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে এবং যেকোনো ভূমিধস বা জলাবদ্ধতার লক্ষণ দেখলেই নিকটবর্তী কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভারত সীমান্তে ভ্রমণ না করতে চীনা নাগরিকদের সতর্কবার্তা চীনা দূতাবাসের, বেড়েছে নজরদারি ও ধরপাকড়

কাঠমান্ডু/নয়াদিল্লি, ৩১ মে: ভারত-নেপাল সীমান্তে বেআইনি প্রবেশের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় চীনা নাগরিকদের জন্য ফের সতর্কবার্তা জারি করল নেপালে অবস্থিত চীনা দূতাবাস। শুক্রবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে দূতাবাস জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ভারত বেআইনি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবুও কিছু চীনা নাগরিক সীমান্ত অঞ্চলে যাওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছেন, যার ফলে তাদের গ্রেফতার হতে হচ্ছে।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নেপাল ও ভারতের নাগরিকরা পরিচয়পত্র দেখিয়ে সীমান্ত পারাপার করতে পারেন, কিন্তু এই নিয়ম বিদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। চীনা দূতাবাস স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনো বিদেশি নাগরিক ভিসা ছাড়া নেপাল হয়ে ভারতে প্রবেশ করতে পারেন না বলে জানা গেছে।

দূতাবাস আরও জানিয়েছে, ভারত বেআইনি প্রবেশের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান রেখেছে। এমনকি অনিচ্ছাকৃত সীমান্ত অতিক্রমের ক্ষেত্রেও আটক বা মামলা হতে পারে। এর শাস্তি হতে পারে ২ থেকে ৮ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা মোটা অঙ্কের জরিমানা যেখানে জামিনেরও সুযোগ নেই। এই সতর্কবার্তার পেছনে বৃহস্পতিবার (২৯ মে) বিহারের ভারত-নেপাল সীমান্তে দুই চীনা নাগরিককে গ্রেফতারের ঘটনা রয়েছে। ওই দুইজনের বিরুদ্ধে সীমান্তে ভিডিও ও সেলফি তোলার অভিযোগ রয়েছে এবং তাদের কাছে বৈধ ট্র্যাভেল ডকুমেন্টও ছিল না বলে জানিয়েছে পুলিশ। এর আগে এই মাসের শুরুতেও বিহারের রক্সৌল সীমান্ত দিয়ে চার চীনা নাগরিক ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশের চেষ্টা করলে তাদের আটক করা হয়। তারাও বৈধ নথিপত্র ছাড়াই সীমান্ত অতিক্রম করতে চাইছিলেন।

এদিকে, ভারত ও নেপাল যৌথভাবে সীমান্ত এলাকায় সম্প্রতি কম্বিং অপারেশন ও টহল শুরু করেছে।

সূত্রের খবর, পাকিস্তান থেকে আগত সন্দেহভাজন জঙ্গিদের উপস্থিতির তথ্য পাওয়ার পরই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পাহেলগামে পাকিস্তান-সমর্থিত জঙ্গিদের হামলায় ২৬ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এরপর ৭ মে ভারত 'অপারেশন সিন্ধুর' নামে পাল্টা অভিযানে পাকিস্তান ও পিওকে-তে মোট ৯টি জঙ্গি ঘাঁটিতে আঘাত হানে।

ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ২০২৫ অর্থবছরের জন্য ৬.৫ হবে : এসবিআই রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩১ মে: স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) ২০২৫ অর্থবছরের জন্য ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (ওঙ্গঞ্চ) বৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে। ব্যাংকের মতে, এই বৃদ্ধি মূলত চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ৭.৪ শতাংশ জোরালো প্রবৃদ্ধির দ্বারা সমর্থিত।

এসবিআই-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের শক্তিশালী মৌলিক অর্থনৈতিক কাঠামো, স্থিতিস্থাপক আর্থিক ক্ষেত্র এবং টেকসই উন্নয়নের উপর জোর দেওয়ার কারণে দেশ ২০২৬ অর্থবছরে বিশ্বের দ্রুততম অগ্রসর হওয়া বৃহৎ অর্থনীতির স্থান বজায় রাখতে প্রস্তুত।

প্রতিবেদন অনুসারে, চতুর্থ ত্রৈমাসিকে মূলধনী বিনিয়োগে ৯.৪ শতাংশ এবং গোটা বছরে ৭.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। শিল্প খাতে ৬.৫ শতাংশ ও পরিষেবা খাতে ৭.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

নির্মাণ খাত ১০.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে গত ছয় ত্রৈমাসিকের মধ্যে সর্বোচ্চ পারফরম্যান্স দেখিয়েছে, যেখানে উৎপাদন খাতে ৪.৮ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গেছে।

শনিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ এক বাইক চোরকে গ্রেপ্তার করে।

সাংবিধানিক ঐক্যের জন্য ভারত সবসময় অটুট থেকেছে : প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই

প্রয়াগরাজ, ৩১ মে: দেশের যে কোনো সংকটকালে ভারত একতাবদ্ধ ও শক্তিশালী থেকেছে এবং এর জন্য সংবিধানকেই কৃতিত্ব দেওয়া উচিত এমনটাই মত প্রকাশ করলেন ভারতের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই। তিনি শনিবার এলাহাবাদ হাই কোর্টে নতুন অ্যাডভোকেট চেম্বার ও একটি মাল্টি-লেভেল পার্কিং-এর উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন।

সেই অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'যখন সংবিধান রচিত হচ্ছিল এবং তার চূড়ান্ত খসড়া গণপরিষদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তখন কেউ কেউ বলতেন এটি অতিরিক্ত ফেডারেল, আবার কেউ বলতেন এটি অতিরিক্ত ইউনিটারি।'

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর এর জবাবে বলেছিলেন, এই সংবিধান সম্পূর্ণরূপে না ফেডারেল, না ইউনিটারি। তবে তিনি এটাও বলেছিলেন যে আমরা এমন একটি সংবিধান তৈরি করেছি যা শান্তি ও যুদ্ধ দুই সময়েই ভারতকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাখবে।'

তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে ভারত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে সংবিধানের দিকনির্দেশনার কারণে।

'আজ আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর অবস্থা দেখি। আর ভারত স্বাধীনতার পর থেকে উন্নয়নের যাত্রায় রয়েছে। দেশের ওপর যতবারই সংকট এসেছে, ভারত সবসময় ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় থেকেছে। এর জন্য আমাদের সংবিধানকেই কৃতিত্ব দেওয়া উচিত,' মন্তব্য করেন বিচারপতি গাভাই।

তিনি দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন।

'সেই নাগরিক, যিনি এখনো ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত তাঁর কাছে পৌঁছনো আমাদের মৌলিক কর্তব্য। সেটা আইনসভা হোক, নির্বাহী হোক বা বিচার বিভাগ সকলেরই দায়িত্ব সেই নাগরিকের কাছে পৌঁছানো,' বলেন ভারতের প্রধান বিচারপতি।

ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিস্রির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর : উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ওপর জোর

ওয়াশিংটন, ৩১ মে : ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিস্রি ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছেন। তাঁর তিনদিনব্যাপী সফর বৃহস্পতিবার সম্পন্ন হয়।

পররাষ্ট্র সচিব মিস্রি মার্কিন উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টোফার ল্যান্ডাউ-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক এজেন্ডা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। আলোচনায় ২১শ শতকে ভারত-মার্কিন অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিতে প্রযুক্তি, বাণিজ্য এবং দক্ষ মানবসম্পদের গুরুত্বকে অন্যতম ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়। তিনি মার্কিন প্রতিরক্ষা উপ-সচিব স্টিভ ফিনবার্গ এবং নীতি উপ-সচিব এলব্রিজ কোলবি-র সঙ্গে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে উভয় পক্ষই একটি শক্তিশালী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।

অর্থ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে মিস্রি মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের উপ-সচিব মাইকেল ফকলেন্ডার-এর সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনায় আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সহযোগিতা এবং আসন্ন ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (চ্টচ) প্রক্রিয়াতে সমন্বয়ের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়েও গুরুত্বপূর্ন আলোচনা হয়। মার্কিন বাণিজ্য উপ-সচিব জেফরি কেসলারের সঙ্গে বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়।

এছাড়া, পররাষ্ট্র সচিব একটি গোলটেবিল বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন যেখানে শিল্প প্রতিনিধি ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও উদীয়মান প্রযুক্তিতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানোর দিক নিয়ে আলোচনা হয়। এই সফরের মাধ্যমে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক আরও মজবুত এবং বহুমাত্রিক হওয়ার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হলো।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যুবরাজনগর বিধানসভায় বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান কর্মসূচি পালন

আগরতলা, ৩১ মে: উত্তর ত্রিপুরা জেলার যুবরাজনগর বিধানসভার হাফলং গ্রামে শনিবার বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কৃষকদের সাথে মত বিনিময় করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

গত বৃহস্পতিবার বিশ্রামগঞ্জে রাজ্যভিত্তিক বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা। শনিবার অর্থাৎ আজ এই কর্মসূচির তৃতীয় দিন। এদিন উত্তর জেলা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে যুবরাজনগর বিধানসভার হাফলং গ্রামে আয়োজিত বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উত্তর জেলা কৃষি দপ্তরের উপ অধিকর্তা ডঃ বিভাস কান্তি দে এবং দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক এবং এলাকার ব্যাপক অংশের কৃষক উপস্থিত ছিলেন। এদিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এবং তিনি অনুষ্ঠান থেকে কৃষকদের সম্মান প্রদান করেন। সেই সাথে বলেন ভারতবর্ষের ১৪০ কোটি মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে কৃষক। তাই কৃষকদের অন্নদাতা বলছেন প্রধানমন্ত্রী।

আই.এম.এ. ভবনে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উদযাপন

আগরতলা, ৩১ মে: আজ আগরতলার ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আই.এম.এ.) ভবনে এক আলোচনাচক্রের মধ্য দিয়ে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উদযাপন করা হয়। তামাক সেবনের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাও অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বলেন, তামাক সেবন প্রতিরোধে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। তবে বিষয়টি শুধু একদিনের কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই হবে না। পরিবারভিত্তিক সচেতনতা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি নেশামুক্ত সমাজ গঠনে এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিভিন্ন দপ্তরকে একযোগে কাজ করার কর্মসূচি নিতে হবে। সচেতনতা বাড়াতে আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের যে সমস্ত কর্মী রয়েছেন তাদের দায়িত্ব নিতে হবে। সবাই মিলে একযোগে এগিয়ে এলে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের কাজ অনেক সহজ হবে।

তামাক সেবনের বিভিন্ন ক্ষতিকারক দিকগুলি নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদার, আই.এম.এ.-র সভাপতি ডা. অভিজিৎ সরকার প্রমুখ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র-ইন-কাউন্সিল রত্না দত্ত।

আগামীকাল তুফানিয়া লুঙ্গা টি এস্টেট জেবি স্কুল মাঠে মেগা প্রশাসনিক শিবির

আগরতলা, ৩২ মে : ১ জুন বামুটিয়া ব্লকের অন্তর্গত তুফানিয়া লুঙ্গা টি এস্টেট জেবি স্কুল মাঠে মেগা প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্পে পাট্টা বিতরণ করা হবে। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

এদিন রক্তদান শিবির, নেশামুক্ত অভিযানের উপর সচেতনতামূলক র‍্যালি, বৃক্ষরোপন, আইনী শিবির, স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া কৃষি দপ্তর থেকে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিনহা।

বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস: কলকলিয়া গ্রামপঞ্চায়েতে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান

আগরতলা, ৩১ মে: বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উদযাপন উপলক্ষে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ এবং জিবিপি হাসপাতালের উদ্যোগে কলকলিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের সহযোগিতায় আজ মোহনপুর রকের কলকলিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের বাড়ি বাড়ি সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালানো হয়।

প্রচার অভিযানের সময় আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ও স্বাস্থ্য কর্মীরা ১৮৩টি পরিবারের সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করেন এবং তামাক ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষতিকারক দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রচার অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. অনুপ কুমার সাহা, কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের প্রধান প্রফেসর ডা. সুব্রত বৈদ্য, প্রফেসর ডা. দেবাশীষ রায়, ডেপুটি মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন ডা. কনক চৌধুরী, মোহনপুর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডা. অলক নোয়াতিয়া, কলকলিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান প্রশান্ত বর্ধন প্রমুখ।

মোহনভোগে বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্র ও প্লাস্টিক স্টোরেজ ইউনিট নির্মাণ

আগরতলা, ৩১ মে: বর্জ্য পদার্থ সংরক্ষণের সুবিধার্থে গত অর্থবর্ষে মোহনভোগ আরডি ব্লক কার্যালয়ের পাশে ব্লক স্তরের একটি পৃথকীকরণ বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্র ও প্লাস্টিক স্টোরেজ ইউনিট নির্মাণ করা হয়েছে। স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) স্কিমের আওতায় এই ইউনিটটি নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে ৩ লক্ষ ৪ হাজার ৪৩১ টাকা। মোহনভোগ ব্লক কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রাতঃভ্রমণকারী মহিলার রক্তাক্ত

● প্রথম পাতার পর

পড়ে থাকতে দেখেন ওই মহিলা। মৃতার স্বর্ণালঙ্কার গায়েব বলে জানান পরিবারের লোকজন। সাথে সাথে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

৩ ঘন্টার বৃষ্টিতে নাকাল শহরবাসী

● প্রথম পাতার পর

এলাকায় জলমগ্ন। বহু জায়গায় এমডিআরএফ উদ্ধার কার্য চালাচ্ছে। বলদা কাল চাঁদপুর পালপাড়া বিভিন্ন এলাকায় হাওড়া জল ঢুকে প্লাবিত হয়ে গেছে। রাজধানী শহরের বেশ কিছু জায়গা জলমগ্ন ছিল। তবে পুরো নিগমের পাম্প গুলি সচল থাকায় শহরের দাঁড়ানো জল জমে থাকতে পারেনি। তবে তিন ঘন্টার বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যানবাহন চলাচল রীতিমতো স্তব্ধ ছিল।

অবশেষে পুলিশের জালে আটক কুখ্যাত ডাকাত নিজাম

● প্রথম পাতার পর

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জেরিমিয়া ডার্লং। তাছাড়া তার সাথে ছিল বিশাল পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানদের একটি টিম। পুলিশের কাছে খবর আসে নাজিম উদ্দিন চুড়াইবাড়ি থানাধীন নদিয়াপুর এসটি পাড়া এলাকায় অবস্থান করছে। এমন খবর পেয়ে উত্তর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জেরিমিয়া ডার্লং বিশাল পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানদের একটি টিম নিয়ে নেমে পড়েন অভিযানে। এতে সাফল্য আসে। বর্তমানে নাজিম উদ্দিনকে চুরাইবাড়ি থানায় রাখা হয়েছে। পুলিশ রিমান্ড চেয়ে ধর্মনগর জেলা আদালতে প্রেরণ করেছে পুলিশ।

এই কুখ্যাত ডাকাত নাজিম উদ্দিনকে আটকের খবর পেয়ে চুড়াইবাড়ি থানাতে ছুটে গিয়েছেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার আইপিএস অবিনাশ রাই ও মহকুমার পুলিশ আধিকারিক বি জেরিনপুই।

হদিশ নেই আরও

● প্রথম পাতার পর

তল্লাশি চলে। শেষরাতে পাহাড়ি খাদ থেকে দুই পর্যটককে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে ভারতীয় সেনা।

চুংথাংয়ের মহকুমাশাসক অরুণ ছেত্রী বলেন, "পর্যটকদের উদ্ধারে সিকিম প্রশাসন আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। তিস্তায় এনডিআরএফ এবং ডুবুরি নামানো হয়েছে।" শুক্রবার দুপুরের পর ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছুটা দূরে তিস্তায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির খোঁজ মেলে। দড়ি বেঁধে সেটি টেনে তোলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে গতকাল সন্ধ্যার পর উদ্ধারকাজে ব্যাঘাত ঘটেছে। তাছাড়া, ভারি বর্ষণের কারণে তিস্তার জল অনেক বেড়েছে।

এদিকে, শুক্রবার রাত পর্যন্ত মাত্র দু"জন পর্যটককে সঙ্কটজনক অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গ্যাংটকের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁদের। দীর্ঘ তল্লাশির পর শুক্রবার বিকেলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির কমবয়সি চালক পাশাং শেরপার দেহ উদ্ধার হয়েছে। ত্রিপুরার পর্যটক সহ এখনও নিখোঁজ আটজন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ওড়িশার বিজেপি মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা ইতশ্রী নায়েক জেনা। জাজপুরের বাসিন্দা তিনি। সপরিবারে উত্তর সিকিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে সাইরাজ জেনা(১৭) এবং ভাতিজা স্বয়ম সুপ্রতিম নায়েক(১৭)-কে গভীর খাদ থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ওড়িশার বিজেপি মহিলা মোর্চার সম্পাদিকার পরিবারের অন্য নিখোঁজ পর্যটকরা হলেন অজিত কুমার নায়েক(৪৫), সুনীতা নায়েক(৪২), সাহিল জেনা(২১)। এছাড়া উত্তরপ্রদেশের দুই দম্পতি অঙ্কিতা সিং(২৬) এবং কৌশলেন্দ্র প্রতাপ সিং(৩২) এখনও নিখোঁজ।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং-এর সাথে টেলিফোনে কথা বলেছেন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। পর্যটকদের উদ্ধার করতে সবরকম চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি। উদ্ধার হওয়া। পর্যটকদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পর্যটকদের খুঁজে বের করতে দ্রুত একটি টিম সিকিম পাঠিয়েছেন।

এদিকে, ত্রিপুরার দুই যুবকের নিখোঁজের খবর রাজ্যে পৌছতেই তাঁদের পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। জানা গেছে, স্বপ্ননীল দেব কৈলাসহরের সোনামুড়া গ্রামের এবং দেবজ্যোতি দেব দক্ষিণ কাছাড়ঘাট গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁরা গত ২৫ মে দার্জিলিং-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা ২৬ ও ২৭ মে থেকেছেন। তারপর ২৯ মে তাঁরা গ্যাংটক পৌছেছেন। গ্যাংটক থেকে তাঁরা লাচুংয়ের দিকে যাওয়ার পথে মুন্সিথাংয়ের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। আজ রাতে শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত তাঁদের কারোরই খোঁজ মিলেনি। কারণ, টানা বর্ষণে তিস্তার জল ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ফলে, নিখোঁজ আট জনের খোঁজে উদ্ধারকারী দল আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাঁদের উদ্ধারে ব্যর্থ হয়েছে। এদিকে, ওই দুই যুবকের পরিবারের সদস্যরা আজ সিকিমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন।

উত্তর পূর্বাঞ্চলেও

● প্রথম পাতার পর

এশিয়ার আরও কিছু দেশে সম্প্রতি কোভিড সংক্রমণ বেড়েছে বলে রিপোর্টে উঠে এসেছে। তবে এই নতুন ভ্যারিয়েন্টগুলি আগের ভ্যারিয়েন্টগুলির থেকে বেশি সংক্রামক বা মারাত্মক নয় বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ।

ভারতে জেএন.১ এখনও সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ভ্যারিয়েন্ট (৫৩ু), এরপর রয়েছে বিএ.২ (২৬ু)। আইএনএসএসিওজি-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এনবি.১.৮.১ এবং এলএফ.৭ ভ্যারিয়েন্টগুলিকে নিয়মিত নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে।

গত সপ্তাহে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে প্রস্তুতি বাড়াতে বলা হয়েছে। ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন কনসেন্টেটর সহ সমস্ত যন্ত্রপাতি সচল রাখা, আইএলআই/এসএআরআই আক্রান্ত রিপোর্ট করা ও পজিটিভ স্যাম্পলগুলিকে লোক নায়ক হাসপাতালে জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চলমান পরিস্থিতিতে জনগণকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ও প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

এদিকে, দেশের রাজধানী দিল্লিতে কোভিড-১৯ আক্রান্ত এক জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। মৃত ব্যক্তি ৬০ বছর বয়সী এক মহিলা। তিনি অ্যাকিউট ইনটেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন জনিত কারণে ল্যাপারোটমি করানোর পর মৃত্যুবরণ করেন। এই পরিস্থিতিতে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল, যদিও তা ছিল ইনসিডেন্টাল। গুজরাটেও কোভিড-১৯ আক্রান্ত একজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। তবে মৃত ব্যক্তির বিস্তারিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। কর্ণাটকে মৃত্যু হয়েছে ৭০ বছর বয়সী এক পুরুষের। তার মৃত্যু হয়েছে অ্যাকিউট কার্ডিওরেসপিরেটরি অ্যারেস্ট, এনসেফ্যালোপ্যাথি, দেরিতে শুরু হওয়া ফোকাল সিজার, তীব্র রক্তাল্পতা এবং প্লেটলেট ঘাটতি জনিত কারণে। তিনি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। কোভিড-১৯ সন্দেহ থাকলেও আরটিপিসিআর রিপোর্ট এখনও অপেক্ষমাণ।

মহারাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্ত দুই জনের মৃত্যুর খবর এসেছে। ৬৭ বছর বয়সী এক পুরুষ, যিনি এআরডিএস, বাম ফুসফুসে নিউমোনিয়া, কোভিড-১৯ পজিটিভ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং স্ট্রোকে আক্রান্ত ছিলেন। এছাড়া ২১ বছর বয়সী এক যুবক, যিনি ডিকেএ ও নিম্ন শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণে ভুগছিলেন। এই মৃত্যু পুনর্মূল্যায়নের পর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাঞ্জাবে মৃত্যু হয়েছে ৩৯ বছর বয়সী এক পুরুষের। তিনি হেপাটাইটিস বি এবং অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিন্ড্রোমে আক্রান্ত ছিলেন। তামিলনাড়ুতে ৬০ বছর বয়সী এক পুরুষের মৃত্যু হয়েছে। তিনি টাইপ ২ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগে ভুগছিলেন। এছাড়া, কেরালায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে এখনও স্বাস্থ্য মন্ত্রক থেকে কিছু জানানো হয়নি।

জামাই ষষ্ঠী বিকিকিনী ভালই

● প্রথম পাতার পর

জিনিসগুলো। শনিবারও এর ব্যতিক্রম হল না।

শনিবার সকাল থেকেই রাজ্যের বাজারগুলিতে ষষ্ঠী পূজার বিভিন্ন সরঞ্জাম সহ পুজোতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেন দোকানিরা। জামাই ষষ্ঠীতে ফুল, দুর্বা, বেলপাতা, করমচা,মোঠা,বানা, সহ নানান সামগ্রী নিয়ে চলে এসছে ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে জনৈক দোকানি জানান, মোটামুটি ভালই হচ্ছে এবারের বিকিকিনী।

টানা বৃষ্টিতে

● প্রথম পাতার পর

ধরে দাবি করে আসছেনপ্রয়োজন পর্যাপ্ত অবকাঠামো উন্নয়নের, উপযুক্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা, ঢাল শক্তিশালীকরণ, পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং নিরাপদ সড়ক পরিকল্পনার। এই দুর্ঘটনা সেই দাবিগুলিকেই আরও জোরালো করেছে।

মেঘালয়ে লাগাতার বৃষ্টিপাতে দুর্যোগ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব খাসি হিলস জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় ভূমিধস ও জলাবদ্ধতার কারণে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন এক প্রবীণ মহিলা ও এক কিশোর। জানা গেছে, লুমকিনতুং গ্রামে ভূমিধসে ৫০ বছর বয়সী এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। অপরদিকে, পমলক্রাই মাব্বিন্না অঞ্চলে টানা বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় ডুবে যান ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি। মাওকিনরিউ ব্লকে একটি গাছ পড়ে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরের মৃত্যুও হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা মৃতদের পরিজনদের প্রতি শোকপ্রকাশ করে তাদের প্রত্যেককে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন।

এদিকে, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর থেকে আসা এক নিখোঁজ দম্পতির সন্ধানে শুরু হওয়া উদ্ধার অভিযান আজকের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, টানা ভারী বৃষ্টির ফলে ভূমিধসে উদ্ধারকারী দলের গাড়ি আটকে পড়ায় তারা নির্ধারিত স্থানে পৌঁছাতে পারেননি। নিখোঁজ দম্পতিরাজা রঘুবংশী ও তাঁর স্ত্রী সোনম, ২২ মে মাওলাখিয়াত গ্রামে পৌঁছেছিলেন। ২৪ মে শিলং-সোহরা রোডে এক ক্যাফের কাছে তাঁদের স্কুটার পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, "টানা বৃষ্টির কারণে উদ্ধার দল আজ পৌঁছাতে পারেনি। শনিবার থেকে আবার উদ্ধার অভিযান শুরু হবে।"

ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর ২৯ ও ৩০ মে মেঘালয়ে 'রেড অ্যালার্ট' জারি করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধসের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করেছে তারা। স্থানীয় প্রশাসন বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে এবং নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

মিজোরামে টানা ভারী বর্ষণের ফলে শুক্রবার গভীর রাতে একাধিক বাড়ি ধসে পড়েছে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে মায়ানমারের পাঁচজন নাগরিক নিখোঁজ ছিলেন, যাদের মধ্যে একজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে বলে সর্বশেষ খবর।

খাওঝাল জেলার নিউ চালরাং গ্রামে একটি বিশাল ভূমিধসের জেরে একটি বাড়ি ধসে পড়ে। তবে সৌভাগ্যবশত এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে লংতলাই জেলার দক্ষিণাংশে, যেখানে দুইটি নির্মীয়মাণ আরসিসি (ট্রঙ্খ) ভবন ও দুইটি অসম-টাইপ বাড়ি ধসে পড়ে। এর মধ্যে একটি ভবন একটি হোটেল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল, যার মালিক হ্লুপুই নামে এক মহিলা। হোটেলটিতে দুর্ঘটনার সময় ২১ জন অতিথি অবস্থান করছিলেন। ইয়ং লাই অ্যাসোসিয়েশনের ফিনান্সিয়াল সেক্রেটারি ইডেন লালরামমাউইয়া জানিয়েছেন, ১৫ জন অতিথি ও হোটেল মালিক নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। এক জন অতিথিকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

তবে এখনো রাখাইন রাজ্য থেকে আগত পাঁচজন মায়ানমার নাগরিক নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের উদ্ধারে জোরকদমে কাজ চালাচ্ছেন স্থানীয় প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবীরা।

এছাড়াও, আরেকটি বাড়ি ধসের ঘটনায় এক বৃদ্ধ ও তাঁর সহকারী আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং শারীরিকভাবে তারা বিশেষত কোমরের আঘাতে কষ্ট পাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দল ইতিমধ্যেই সক্রিয়ভাবে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে এবং রাজ্যের বিভিন্ন দুর্বল এলাকাগুলিতে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে, কারণ বর্ষার দাপট অব্যাহত রয়েছে।

উদ্ধার অভিযান চলমান, এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন। অতিবৃষ্টির জেরে স্থাপনা ও গৃহগুলির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে।

বিনিয়োগ করা হবে

● প্রথম পাতার পর

টাকারও বেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এরমধ্যে ২৫ শতাংশের বেশি বাস্তবায়িত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক কাজে লাগানো যেতে পারে। এরমধ্যে নিপুরায় ক্ষেত্রে পর্যটন, শিক্ষা স্বাস্থ্য আগর, বাঁশ ও রাবারের উপর সর্বাধিক বিনিয়োগ করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শিল্প স্থাপনের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ভূমি, বিনিয়োগ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালা পুনঃবিবেচনা করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভর্তুকী করমুক্তির ব্যাপারে পৃষ্টি দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগের জন্য গঠিত উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্সের মূল দায়িত্ব হল এই অঞ্চলকে বিনিয়োগকারীদের নিকট যোগা বিনিয়োগের পন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলগত রোড ম্যাপ প্রস্তুত করা।

ইতিমধ্যেই এই টাস্কফোর্সের দুটি সভা সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় বোড ম্যাপ তৈরি করা হবে। তিনি বলেন, শিল্প স্থাপনের জন্য প্রযোজনীয় রেল, সড়ক, বিমানবন্দর, জলপথ, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, ঢোলকম পরিষেবার মত মৌলিক পরিকাঠামোগুলির উন্নয়নে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকার অধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে শিল্প স্থাপনের সদর্থক মনোভাবের সৃষ্টির জন্য ত্রিপুরা সরকার শিল্প বিনিয়োগ পলিসি, আইটি পলিসি, আগর পলিসি, পর্যটক পলিসি, স্টার্ট আপ পলিসি ইলেক্ট্রিক ভাহিক্যাল পলিসি গ্রহণ করেছে। তাছাড়া বিজনেস রিফর্মস অ্যাকশন প্ল্যান-২০২৪ এর অর্ধনে ৩৮-৭টি সংস্কার সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে ত্রিপুরা জন বিশ্বাস (সংশোধনী) অধ্যাদেশ পাশ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, নিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম ১,৫০০ একরেরও বেশি নতুন শিল্প অঞ্চল, ক্ষেত্রভিত্তিক শিল্প পার্ক এবং প্রধান সড়কের পঃশর জমি উন্নয়ন করেছে। রাজ্যে ৮৬,১১৭টি"রও বেশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প রয়েছে। ব্লক ও পুর পরিষদ কার্যালয়গুলিতে এমএসএমই"র হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। এসকল শিল্পে প্রযোজনীয় কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য পরিবহণের জন্য ভর্তুকী দেওয় হচ্ছে। রাজ্যে ৬০,৩৯০টি স্বসহায়ক দল রয়েছে। ১ লক্ষের বেশি লাখপতি দিদিও রয়েছেন।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে অষ্টলক্ষী নামে অভিহিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে নিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল দ্রুত উন্নয়ন ও প্রণতির পথে এগুচ্ছে। অফুরন্ত প্রকৃতিক সম্পদ, বিকাশের সম্ভাব্য দিকগুলির জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিনিয়োগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আর ইষ্ট পলিসি এবং এ অঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিকটবর্তী হওয়ায় বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন সম্ভাবনাময় দিক উন্মোচিত করেছে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিতো বলেন, ত্রিপুরার জিএসডিপি গত ৬ বছরে দ্বিগুণ হয়েছে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রক থেকেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগের জন্য উলোগ নেওয়া হচ্ছে। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. শৈলেশ কুমার যাদব।

াঙ্গন

ব্যাপক উৎসাহে প্রথমবারের মতো গোমতী জেলাভিত্তিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি , আগরতলা।। গোমতী জেলায় প্রথমবারের মতো ডিস্ট্রিক লেভেল বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ, শনিবার গোমতী ডিস্ট্রিক্ট বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত জেলাভিত্তিক চ্যাম্পিয়নশিপে খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ আগামী দিনে অনেক খেলোয়াড় উঠে আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ এই আশার কথাও ব্যক্ত করেন। আজ, শনিবার উদয়পুরস্থিত গোমতী ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ইনডোর হল-এ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গোমতী জেলাভিত্তিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হযেছে জ্জ সাব জুনিয়র, জুনিয়র, সিনিয়র এই তিনটি বিভাগে বালক এবং বালিকা পুরুষ ও মহিলা বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়েছে।

এই জেলা ভিত্তিক আসর থেকে রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার জন্য প্রাথমিক বাছাইপর্বও সেরে নেওয়া হয়েছে। প্রতিযোগিতা শুরুর প্রাক্কালে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

উদ্বোধন করেন উদয়পুর মিউনিসিপাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে সমাজসেবী সবিতা নাগ, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ অধিকর্তা বনজিৎ বাগচী, সমাজসেবী কমল দে, মনোজ কুমার বিশ্বাস, ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং এসোসিয়েশনের সভাপতি অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক, সচিব সমীর সাহা, কোষাধ্যক্ষ সুব্রত ভৌমিক, জয়েন্ট সেক্রেটারি অমিত পোদ্দার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পৌরহিত্য করেন গোমতী ডিস্ট্রিক্ট বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবব্রত সাহা। প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

কেকেআরের ছেড়ে দেওয়া দুই ক্রিকেটারেই বাজিমাত বেঙ্গালুরুর, ফাইনাল জিতে তবেই উৎসব চান আরসিবি-র অধিনায়ক

গত বারের আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের দাপটের প্রধান কারণ ছিলেন ওপেনার ফিল সল্ট। তাঁকেই এ বারের আইপিএলের আগে ছেড়ে দিয়েছিল কলকাতা। ছেড়ে দিয়েছিল স্পিনার সুযশ শর্মাকেও। বৃহস্পতিবার তাঁদের কাঁধে চড়েই আইপিএলের ফাইনালে উঠল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।বৃহস্পতিবারের ম্যাচটি যদি চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, বেঙ্কি মাইসোর, শাহরুখ খানেরা দেখে থাকেন, তা হলে অবশ্যই আফসোস করবেন। ভাববেন কেন সল্ট, সুযশদের ছেড়ে আন্দ্রে রাসেল, রমনদীপ সিংহদের রাখতে গেলাম। সল্টকে নিলামে কেনার উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল আরসিবি শিবিরে। অধিনায়ক রজত পাটীদার ম্যাচ শেষে বলেন, “প্রতি ম্যাচে সল্ট যে ভাবে খেলেছে, যে ভাবে দলের ইনিংসটা শুরু করেছে, সেটা খুবই উপভোগ্য। আমি ওর ভক্ত।” পাটীদার প্রশংসা করেন সুযশেরও। আরসিবি অধিনায়ক বলেন, “সুযশ দারুণ ভাবে দলে জায়গা করে নিয়েছে।

ওর লাইন এবং লেংথ দুর্দান্ত। অধিনায়ক হিসাবে আমি খুব স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, স্টাম্প লক্ষ্য করে বল করতে হবে। ও সেটাই খুব ভাল ভাবে করেছে।”গত বার কেকেআরের হয়ে সল্ট ১২ ম্যাচে ৪৩৫ রান করেছিলেন। চারটি অর্ধশতরানও করেছিলেন তিনি। এ বারের আইপিএলেও ছন্দে রয়েছেন ইংরেজ ওপেনার। বেঙ্গালুরুর হয়ে ১২ ম্যাচে ৩৮৭ রান করেছেন। এ বারেও চারটি অর্ধশতরান করেছেন তিনি।

আইপিএল ফাইনালে বিরাট কোহলির সঙ্গে ঝড় তুললে অবাক হওয়ার থাকবে না। সুযশ ২০২৩ সালের আইপিএলে ১১ ম্যাচে কেকেআরের হয়ে নিয়েছিলেন ১০ উইকেট। পরের আইপিএলে তাঁকে মাত্র দু’টি ম্যাচে খেলিয়েছিল কলকাতা। এ বারের আইপিএলে ১৩ ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়েছেন। গোটা আইপিএলে তেমন নজর কাড়তে না পারলেও গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তিন উইকেট তুলে লণ্ডভণ্ড করে দেন শ্রেয়স আয়ারদের মিডল অর্ডার। ম্যাচের সেরাও হন সুযশ। তিনি বলেন, “কোচ আমাকে একটাই কাজ দিয়েছিল। বলেছিল, লেগব্রেক, গুগলি, ফ্লিপার যাই করি বল স্টাম্পে রাখতে হবে। উইকেট থেকে কিছুটা সাহায্য পেয়েছি।”পঞ্জাব কিংসকে দুরমুশ করে ফাইনালে উঠেছে বেঙ্গালুরু। কিন্তু এখনই উৎসবে মাততে রাজি নন পাটীদার এবং সুযশ। অধিনায়ক পাটীদার সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, “আর একটা ম্যাচ বাকি, তার পর একসঙ্গে উৎসব করব।” একই সুর সুযশের গলাতেও। তিনি বলেন, “আজ রাতে উৎসব করব না। তবে ৩ জুন (আইপিএলের ফাইনাল) প্রচণ্ড উৎসবে মাততে চাই।”

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বাংলাদেশ ক্রিকেটে অস্থিরতা, সরানো হল বোর্ড প্রধানকে, স্বচ্ছ নির্বাচন চান প্রাক্তন অধিনায়ক

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) আবার গণ্ডগোল। বাংলাদেশের জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা (এনএসসি) বৃহস্পতিবার বিসিবি-র প্রধান ফারুক আহমেদকে সরিয়ে দিয়েছে। আগামী দিনে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধানের পদের জন্য স্বচ্ছ নির্বাচনের দাবি করেছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক আমিনুল ইসলাম। আগামী দিনে তাঁকেই বোর্ডের প্রধানের পদে দেখা যেতে পারে।গত বছর বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের পর নাজমুল হাসান পাপনকে সরিয়ে ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল ফারুককে। এনএসসি-ই তাঁকে নিয়োগ করেছিল। এ বার তারাই ফারুককে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান হিসাবে আর কোনও কাজ করতে পারবেন না তিনি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে আট জন ডিরেক্টর রয়েছেন। তাঁরাও ফারুককে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষেই রায় দিয়েছেন।বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক আমিনুল বিসিবি-তে যোগ দেবেন। এই বছর অক্টোবরে নির্বাচন হতে পারে। ফারুককে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে আমিনুলকে। কিন্তু নির্বাচনের পরে তিনি আর বোর্ডের দায়িত্বে থাকতে চান না। আমিনুল বলেন, “আমার প্রধান লক্ষ্য বোর্ডে স্বচ্ছ নির্বাচন করা। এমন একটা বোর্ড তৈরি করা যাতে ক্রিকেটের ভাল হয়। এটুকুই চাই আমি। নির্বাচনে লড়ার কোনও ইচ্ছা নেই আমার।”আমিনুলের সংযোজন, “আমি সব সময় ক্রিকেটের উন্নতি চেয়েছি। আগেও বলেছি, এই পর্যায় কাজ করার কোনও অভিজ্ঞতা নেই আমার। প্রথম বার এমন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে আমাকে। আমি না বলিনি। সুযোগ যখন এসেছে, আমি কাজ করব। আমার লক্ষ্য নির্বাচন পর্যন্ত কাজ করা। পরে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হবে না কি আমি আইসিসি-তে ফিরে যাব সেটা জানি না। এখনও পর্যন্ত নির্বাচনে লড়ার কোনও ইচ্ছা নেই আমার। দীর্ঘ দিনের জন্য এই দায়িত্ব পালন করার ইচ্ছা নেই। এখনও সরকারি ভাবে আমাকে কিছু বলা হয়নি। মনে হয় এনএসসি আমাকে নিয়োগ করবে। তার পর বোর্ডের সদস্যেরা নির্বাচন করবে।”আমিনুল এখন আইসিসি ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিসাবে কাজ করছেন। আইসিসি-র থেকে কিছু দিনের ছুটি নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্ব নেবেন তিনি। ১৯৯৯ সালের বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অধিনায়ক ছিলেন আমিনুল। দেশের হয়ে প্রথম টেস্ট শতরানটি করেছিলেন তিনিই। ভারতের বিরুদ্ধে ঢাকায় ১৪৫ রান করেছিলেন আমিনুল। দেশের হয়ে ১৩টি টেস্ট ৩৯টি এক দিনের ম্যাচ খেলেছিলেন। অবসর নেওয়ার পর দেশের কোচও হয়েছিলেন।

সবচেয়ে আগে সরাতে হবে ‘মূর্খ’ পণ্ডিতকে, পরের আইপিএলে ছন্দে ফিরতে আরও কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে নাইট টিমের কর্তাদের

একটা বছর যে কত কিছু ওলটপালট করে দিয়ে যায়! গত বছর এই সময়ে চ্যাম্পিয়ন কেকেআর। এ বছরে এই সময়ে তারা পয়েন্ট ক্রমতালিকায় ধুঁকতে ধুঁকতে আট নম্বরে! গোটা মরসুম ধরে নাইট রাইডার্সের পতনের ধারা অব্যাহত থেকেছে। বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে শেষ ম্যাচে হায়দরাবাদের কাছে ১১০ রানে হেরে। ঘটনাচক্রে, এক বছর আগে এই হায়দরাবাদকেই ফাইনালে ১১৩ রানে শেষ করে দিয়ে আট উইকেটে জিতে ট্রফি নিয়ে গিয়েছিল শাহরুখ খানের নাইট রাইডার্স। এ এক আশ্চর্য সমাপতন বইকি। এ বার কেকেআরের হাল কতটা খারাপ ছিল, তা বোঝাতে দুটো পরিসংখ্যান দেওয়া যাক। প্রথমত, দলের সর্বোচ্চ স্কোরার অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানে (১৩ ম্যাচে ৩৯০ রান)। যাঁর খেলার ধরন টি-টোয়েন্টি তো বটেই, এক দিনের ক্রিকেটের সঙ্গেও এখন খাপ খায় না। দুই, কেকেআরের হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন বৈভব অরোরা। যিনি ওভার প্রতি ১০ রানের বেশি দিয়েছেন। এমনকি, সব ম্যাচে তাঁকে দিয়ে চার ওভার বলও করানো যায়নি।মেগা নিলামে দল গুছিয়ে নেওয়ার জন্য তিন বছর অন্তর প্রতিটা দলকে একটা করে সুযোগ দেয় আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিল। কিন্তু এ বার তা কাজে লাগাতে পারেনি কেকেআর। প্রথম থেকেই অনেক পিছিয়ে পড়েছিল তারা। কোথায় সমস্যা হল? পরের বার সম্মানজনক জায়গায় ফিরতে পারবে কলকাতা? তার জন্য কী কী বদল আনতে হবে? সরাতে হবে ‘মূর্খ’ পণ্ডিতকে,ব্রেন্ডন ম্যাকালাম ইংল্যান্ডের কোচ হয়ে যাওয়ায় কলকাতা প্রধান কোচ করে এনেছিল চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে। ঘরোয়া ক্রিকেটে বড় নাম। মুম্বইকে রঞ্জি জিতিয়ে প্রথম নজর কেড়েছিলেন। তার পরে তাঁর কোচিংয়ে বিদর্ভ দু’বার ও মধ্যপ্রদেশ এক বার রঞ্জি জিতেছে। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে ‘দ্রোণাচার্য’ তিনি। কিন্তু রঞ্জি আর আইপিএল তো এক নয়! ২০২৩ থেকে তাঁর তিন বছরের রিপোর্ট কার্ড এই রকমপ্রথম বছর বকলমে কোচিং করাতেন অভিষেক নায়ার। গত বার মেন্টর গৌতম গম্ভীর দল চালিয়েছেন। এ বারের ফলাফল সকলের চোখের সামনে রয়েছে। ‘কড়া কোচ’ বলে পণ্ডিতের নামডাক রয়েছে। দু’বছর আগে প্রকাশ্যেই ক্রিকেটার আশুতোষ শর্মা বলেছিলেন, পণ্ডিত তাঁর কেরিয়ার শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন। আশুতোষের পাশাপাশি কেকেআরের বিদেশি ক্রিকেটারেরাও তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। এ বার সমালোচনা হচ্ছে নিলামের টেবিলে তাঁর ভূমিকার জন্য। শ্রেয়স আয়ার বা ফিল সল্টের মতো ক্রিকেটারদের সরিয়ে বাতিল, বুড়ো ক্রিকেটারদের নিলামে কিনেছেন পণ্ডিত। ঘটনাচক্রে, এ বারই তাঁর চুক্তি শেষ হচ্ছে। পরের বার আর কলকাতার ডাগআউটে হয়তো দেখা যাবে না তাঁকে। এর পরে কলকাতার কোচ হওয়ার সম্ভাবনা অভিষেকের। তিনি দীর্ঘ দিন দলের সঙ্গে যুক্ত। গম্ভীরের সঙ্গেও কাজ করেছেন। জাতীয় দলে কাজ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্য নাইট টিমের কর্তাদের।বদলাতে হবে কোচিং স্টাফে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ‘দলবাজি’গম্ভীর চলে যাওয়ায় এ বার কেকেআর দলের মেন্টর করেছিল ডোয়েন ব্র্যাভোকে। টি-টোয়েন্টিতে ক্রিকেটার ব্র্যাভো ছিলেন অনেক অধিনায়কের তুরুপের তাস। তাঁর পারফরম্যান্স ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং চেন্নাই সুপার কিংসকে অনেক ম্যাচ জিতিয়েছে। কিন্তু ভাল প্লেয়ার হলেই ভাল মেন্টর বা কোচ হওয়া যায় না। ফুটবলেও তার উদাহরণ রয়েছে (সবচেয়ে বড় উদাহরণ দিয়েগো মারাদোনা)।ব্র্যাভোও সেই ক্লাবের সদস্য। কলকাতায় এসে ব্র্যাভো মাঝেমাঝে কেকেআরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা টিম হোটেলে ‘চ্যাম্পিয়ন, চ্যাম্পিয়ন’ গান গেয়েছেন। হোলিতে রং মেখে নেচেছেন। বাঙালি খাবার খেয়ে বাংলায় প্রশংসা করার চেষ্টা করেছেন। খেলা শেষে দেশীয় সতীর্থ রাসেল, নারাইন, পাওয়েলের সঙ্গে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে গল্পগাছা করেছেন। কেকেআর ম্যাচ জিতলে হোটেলে ফিরে সকলের আগে বাকিদের মুখে কেক মাখিয়েছেন। গত বার গম্ভীরের কাজকর্মের পাশে রাখলে ব্র্যাভো ইনিংসে হারবেন! তবে তিনি একে একে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওটিস গিবসন, কার্ল ক্রো’কে সাপোর্ট স্টাফ হিসাবে নিয়ে এসেছেন। সাহস করে মেন্টর-সহ এই সাপোর্ট স্টাফ বদলাতে হবে নাইটদের। বাদ দিতে হবে ২৪ কোটির ‘ফ্লপ’ বেঙ্কটেশকে,এ বার নিলামের আগে তাঁকে কেকেআর ধরে না রাখায় কেঁদে ভাসিয়েছিলেন। সেই কান্নায় কি মন ভিজে গিয়েছিল বেঙ্কি মাইসোর বা পণ্ডিতের? তাই নিলামে কোনও ক্রিকেটারের জন্য ১০ কোটির বেশি দাম দিতে না চাইলেও বেঙ্কটেশ আইয়ারকে তারা কিনেছিল ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায়। নিলামের মঞ্চেই গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। বেঙ্কটেশ ভেবেছিলেন, তিনিই অধিনায়ক হবেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁকে সহ-অধিনায়ক করে কেকেআর। ২৪ কোটির বেঙ্কটেশ কী করেছেন? ১১ ম্যাচে ১৪২ রান। ২০.২৯ গড়। তার মধ্যে একটি ম্যাচেই (ঘরের মাঠে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে) ৬০ রান করেছিলেন। মিডল অর্ডারে কেকেআরের ব্যর্থতার বড় কারণ হয়ে থেকেছেন। না পেসারদের খেলতে পেরেছেন, না স্পিনারদের। পরিস্থিতি এমন হয় যে, কয়েকটা ম্যাচে সহ-অধিনায়ককেই ‘ইমপ্যাক্ট সাব’ হিসাবে মাঠে নামাতে হয়েছে! ১১টা ম্যাচের পর তাঁকে আর খেলানোই যায়নি। মিনি নিলামে বেঙ্কটেশকে ছাড়লে কলকাতার পকেট খানিক ভারী হবে। তা দিয়ে নতুন ক্রিকেটার কিনতে পারবে তারা। বেঙ্কটেশ দল পাবেন কি না, তা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ থেকে যাবে।

শ্রেয়স-চহলেরা নন, আইপিএলে পঞ্জাবের সাফল্যের জন্য ছয় ক্রিকেটারকে কৃতিত্ব দিলেন পন্টিং

১১ বছর পর আইপিএলের প্লে-অফে উঠেছে পঞ্জাব কিংস। শেষ যে বার তারা প্লে-অফে উঠেছিল (সে বার ফাইনালও খেলেছিল পঞ্জাব) সে বারই প্রথম আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কোচের দায়িত্ব সামলেছিলেন রিকি পন্টিং। ১১ বছর পর সেই পন্টিংয়ের কোচিংয়েই আবার প্লে-অফে পঞ্জাব। এ বারের সাফল্যের কৃতিত্ব দলের ‘আনক্যাপড’ ক্রিকেটারদের দিয়েছেন কোচ পন্টিং। অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার, অভিজ্ঞ যুজবেন্দ্র চহল, অর্শদীপ সিংহদের থেকেও তাঁদের বেশি কৃতিত্ব দিচ্ছেন পঞ্জাবের কোচ।এ বারের আইপিএলে শ্রেয়স আয়ারকে অধিনায়ক করেছে পঞ্জাব। এই শ্রেয়স গত বার কেকেআরকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। শ্রেয়সের সঙ্গে পন্টিং আগেও দিল্লি ক্যাপিটালসে কাজ করেছেন। দু’জন দু’জনকে ভাল ভাবে চেনেন। দলের বিদেশি ক্রিকেটারেরাও ফর্মে রয়েছেন। কিন্তু পন্টিংয়ের মনে ধরেছে ‘আনক্যাপড’ ক্রিকেটারদের। গত ম্যাচে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে পঞ্জাবের ১১ জন ক্রিকেটারের মধ্যে ছ’জন ‘আনক্যাপড’ (প্রিয়াংশ আর্য, প্রভসিমরন সিংহ, নেহাল ওয়াধেরা, শশাঙ্ক সিংহ, হরপ্রীত ব্রার, বিজয়কুমার বৈশাখ) ছিলেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, কতটা প্রতিভাবান তাঁরা।‘আনক্যাপড’ ক্রিকেটারদের কথা শোনা গিয়েছে পন্টিংয়ের কথায়। তিনি বলেন, “আমাকে যখন কোচের দায়িত্ব দেওয়া হল তখন থেকেই আমার পরিকল্পনা স্পষ্ট ছিল। আমরা দু’জনকে ধরে রেখেছিলাম। তা-ও আনক্যাপড। অনেকে সমালোচনা করেছিল। এখন সকলে বুঝতে পারছে আমরা ঠিক ছিলাম। গত ম্যাচে ছ’জন আনক্যাপড খেলেছে। ওরাই আমাদের জেতাচ্ছে। আমাদের এই সাফল্যের প্রধান কারণ দলের আনক্যাপড ক্রিকেটারেরা।”কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর পন্টিং স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, দলের সব ক্ষমতা তাঁর হাতে থাকবে। কেউ নাক গলাবেন না। তিনিই সব সিদ্ধান্ত নেবেন। সেই স্বাধীনতা পেয়েছেন পন্টিং। তিনি বলেন, “দল নিয়ে সব সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি। সাপোর্ট স্টাফ থেকে শুরু করে নিলামে ক্রিকেটার কেনা, সব আমার কথায় হয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম তরুণ ঘরোয়া ক্রিকেটারের পাশাপাশি অভিজ্ঞ বিদেশি নিতে। সেই পরিকল্পনায় আমরা সফল। তাই তো গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, লকি ফার্গুসনদের খারাপ ফর্মের পরেও আমাদের কোনও সমস্যা হয়নি। সব শেষে বলব অধিনায়ক শ্রেয়সের কথা। ও দুর্দান্ত।”পঞ্জাবের হয়ে ভাল খেলা প্রিয়াংশ, প্রভসিমরনেরা আগামী দিনে ভারতীয় দলে খেলতে পারেন বলে বিশ্বাস পন্টিংয়ের। তিনি বলেন, “প্রিয়াংশকে নেওয়ার আগে ওর অনেক ভিডিয়ো দেখেছি। যত দেখেছি অবাক হয়েছি। আইপিএলে আনক্যাপড ব্যাটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রান প্রভসিমরনের। ওয়াধেরা ও শশাঙ্ক কী করতে পারে তা সকলে দেখেছে। হরপ্রীতও দারুণ বল করেছে। ওরা সকলেই আগামী দিনে ভারতীয় দলে খেলতে পারে।”মুম্বইয়ের কোচ হিসাবে আইপিএল জিতেছেন পন্টিং। দিল্লিকে ফাইনালে তুললেও জিততে পারেননি। এ বার আরও এক বার আইপিএল জেতার চেষ্টায় তিনি। তেমনটা হলে তিনিই হবেন একমাত্র কোচ যিনি দু’টি আলাদা দলকে আইপিএল জেতাবেন। তরুণ ‘আনক্যাপড’ ক্রিকেটারদের নিয়ে সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন পন্টিং।

ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৩১ মে : ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। তাছাড়া, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়াও যুব কল্যাণ মন্ত্রী টিংকু রায়। এদিন টিংকু রায় বলেন, সাংবাদিকদের উন্নয়নে সরকার বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে সাংবাদিকদের থাকার জন্য আগরতলায় একটি আবাসন তৈরী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজের গঠন মূলক সমালোচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিন শ্রীরায় আরও বলেন, গণমাধ্যম গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ, আর এই পেশার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক সাংবাদিক সমাজ গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এদিন ওই সম্মেলনে সাংবাদিকতার নীতিমূল্য, দায়বদ্ধতা এবং গণমাধ্যমের সমাজমুখী ভূমিকা নিয়ে আমার চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তিনি মহান পেশার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক সংবাদকর্মীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

এদিন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য সাংবাদিকদের সমাজের স্বার্থে কাজ করার আহ্বান জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন সংগঠনের সভাপতি প্রনব সরকার।

এদিন সম্মেলনে জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। প্রকাশ্য সমাবেশের পর দ্বিতীয় অধিবেশনে সেক্রেটারি জেনারেল অলক ঘোষ, সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করলে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের পক্ষে অনুপম ভট্টাচার্য্য, জামাল উদ্দিন, উদয়ন চৌধুরী, স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, চিত্রা রায়, প্রবীর শীল, জাকির হোসেন, বন্ধন দাস, রমাকান্ত দেবনাথ, সৈয়দ সাজ্জাদ আলী, গৌতম চক্রবর্তী প্রমুখ প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাব রাখেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন শেষাদ্রি দাসগুপ্তা।

সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৫-২৭ বছরের জন্য ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের ২৩ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। নবগঠিত কমিটিতে উপদেষ্টা মন্ডলী হিসেবে সঞ্জীব দেব এবং প্রদীপ কুমার সাহা; সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ আলী, কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি চিত্রা রায়, জামাল উদ্দিন, সৌরজিৎ পাল, দিলীপ দত্ত; সেক্রেটারি জেনারেল অলক ঘোষ, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি সন্তোষ গোপ, সেক্রেটারি অভিষেক দে, রঞ্জন রায়, অভিষেক সাহা, সমরেশ দে; কোষাধ্যক্ষ চিন্ময় চৌধুরী, সহ কোষাধ্যক্ষ শ্যামল দে, কার্যকরী সদস্য: সুপ্রভাত দেবনাথ, রঞ্জিত দেববর্মা, সন্দীপ বিশ্বাস, অভিজিৎ নাথ, চন্দনা ভদ্র, জহর রায়, ইন্দ্রানী দে।

জেলা থেকে কো-অপ্ট মেম্বার হলেন: উত্তর জেলার মিন্টু গুপ্ত, বিশ্বজিৎ সাহা; দক্ষিণ জেলার স্নেহাশীষ চক্রবর্তী বন্ধন দাস; খোয়াই জেলার গোপেশ রায়, শেখর ভট্টাচার্য্য, সিপাহীজলা জেলা থেকে উদয়ন চৌধুরী, মাহবুব আলম; গোমতি জেলার দিলীপ দত্ত, গৌতম শীল; পশ্চিম জেলার চিত্রা রায়, সুপ্রভাত দেবনাথ; ধলাই জেলা থেকে মানিক দেবনাথ; ঊনকোটি জেলার অনুপম ভট্টাচার্য্য।

অনুষ্ঠানের একপর্য্যায়ে পৃষ্ঠপোষক তথা ম্যাফেয়ার-এর কর্ণধার ডক্টর জয় চক্রবর্তী এবং শ্রীমতি অনিন্দিতা চক্রবর্তী কে সংবর্ধনা জানানো হয়। দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন সাফল্যমন্ডিতভাবে শেষ হওয়ার পাশাপাশি নবগঠিত কমিটির প্রত্যেক সদস্য-সদস্যা সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিদায়ী কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

সামান্য বৃষ্টি হলেই, কাঁঠালিয়া মোটরস্ট্যান্ডের অবস্থা বেহাল

আগরতলা, ৩১ মে : সামান্য বৃষ্টি হলেই, কাঠালিয়া মোটর স্ট্যান্ডের অবস্থা বেহাল হয়ে উঠে জল এবং কাঁদায়। ছোট মাঝারি যানবাহন চালক থেকে শুরু করে যাত্রী সাধারনের। একেবারে হাঁটাচলা করাও কষ্ট করে হয়ে যায়। এটা শুধু একদিনের নয়! বিগত কয়েক বছর ধরে সংস্কার না থাকার কারণে ক্রমান্বয়ে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে মানুষ।

উল্লেখ্য, সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত গোমতী নদীর দক্ষিণে কাঠালিয়া বাণিজ্যিক এলাকার সামান্য উত্তরে এই মোটর স্ট্যান্ডটি। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, এক কানি চার ঘন্টা কৃষি জমি ক্রয় করে মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। তারপর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সরকার দ্বিতল ভবন মার্কেট স্টল ও অন্যান্য ছোটমাঝারি মার্কেট স্টল সহ নির্মাণ করে জমজমাট করে রেখেছিল কাঠালিয়া মোটর স্ট্যান্ডটি।

মোটর স্ট্যান্ডের পাশে রয়েছে সেমিটেশন রুম, বাথরুম থেকে শুরু করে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা। শুধু তাই নয়! নির্মাণ করা হয়েছিল একটি কমিউনিটি হল ও যাত্রীসাধারনের একটি বিশ্রামাগার। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজ্য সরকার বদল হওয়ার পর আজ অব্দি কোনরকম সংস্কার প্রক্রিয়া হয়নি কাঠালিয়া মোটর স্ট্যান্ডের। বর্ষার জল নিকাশি চ্যানেল সহ অন্যান্য বিষয়গুলোকে সার্বিকভাবে সংস্কার করার দাবি জানিয়ে মোটর স্ট্যান্ডের শ্রমিকরা বা কমিটির তরফ থেকে একাধিকবার কাঠালিয়া ব্লকের আধিকারিক এবং সিডাব্লিউএস ডক্টরের আধিকারিক এমনকি পঞ্চায়েত সমিতি, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের সাথে অনুরোধ করা হয়েছিল বারবার মোটর স্ট্যান্ড সংস্কারের দাবিতে। কিন্তু আজও কিছুই করা হয়নি। যে কারণে সামান্য বৃষ্টি হলেই জল কাঁদায় একাকার হয়ে যায়।

গ্রামীণ ব্যাংক ও ওবিসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে খেলার সামগ্রী বিতরণ

আগরতলা, ৩১ মে: গ্রামীণ ব্যাংক এবং ওবিসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যৌথ উদ্যোগে শনিবার এক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, যেখানে বিভিন্ন খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয় শিশু ও কিশোরদের মধ্যে।

অনুষ্ঠানটি একটি সামাজিক উদ্যোগের অংশ হিসেবে আয়োজন করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল শিশু-কিশোরদের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং তাদের সুস্থ মানসিক ও শারীরিক বিকাশে সহায়তা প্রদান করা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওবিসি ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি তাপস রায়, ওবিসি ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং, ওবিসি ডাইরেক্টর নির্মল অধিকারী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতিথিরা বলেন, খেলাধুলা শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়, এটি শৃঙ্খলা, নেতৃত্বগুণ এবং সুস্থ জীবনযাত্রার চাবিকাঠি। শিশুদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। ভবিষ্যতেও এই ধরনের আরও কর্মসূচি পালিত হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা, যাতে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের শিশু-কিশোররা উপকৃত হতে পারে।

দোকানভিটি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ শান্তির বাজার এ পি এম সির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে, আইনের আশ্রয় শঙ্কর পাটারির

শান্তির বাজার, ৩১ মে: শান্তির বাজার এগ্রি প্রোডিউস মার্কেট কমিটি (এ পি এম সি)-র চেয়ারম্যান দুলাল দেবনাথের বিরুদ্ধে এক ব্যবসায়ীর দোকানভিটি কেড়ে নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকারী শঙ্কর পাটারি জানান, তাঁর দীর্ঘদিনের মালিকানাধীন দোকানভিটি অন্যজনের নামে করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে।

জানা গেছে, শান্তির বাজার পুরপরিষদের বাসিন্দা শঙ্কর পাটারির দোকানভিটি জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত। এই দোকানের জন্য তিনি প্রতিবছর শান্তির বাজার পুরপরিষদ ও এ পি এম সি-কে নিয়মিত ভাড়া ও অন্যান্য প্রযোজ্য খাজনা প্রদান করে আসছেন। তাঁর দাবি, সমস্ত বৈধ কাগজপত্র তাঁর কাছে রয়েছে এবং তিনি আইনি প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছভাবে এই সম্পত্তি রক্ষা করে আসছেন।

সম্প্রতি, এ পি এম সি অফিসে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়, যেখানে শঙ্কর পাটারি ও তাঁর মাকে ডাকা হয়। অভিযোগ, সেই সভায় এ পি এম সির চেয়ারম্যান দুলাল দেবনাথ জানান যে দোকানটির ভাড়ার অর্থ শঙ্কর পাটারির মাকে দেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে তাঁর ভাইয়ের ছেলেকে হস্তান্তর করা হবে। এই সিদ্ধান্তে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে শঙ্কর পাটারি সংবাদমাধ্যম ও আইনের দ্বারস্থ হন।

শঙ্কর পাটারির বক্তব্য, তাঁর মা এই দোকান স্বেচ্ছায় তাঁর নামে লিখে দিয়েছেন এবং তৎসংশ্লিষ্ট সব দলিলপত্র তাঁর কাছে রয়েছে। এরপরেও চেয়ারম্যানের এই সিদ্ধান্ত তাঁর সম্পত্তি কেরিয়ে নেওয়ার একটি চক্রান্ত বলেই মনে করছেন তিনি। ইতোমধ্যেই তিনি এ বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে জানান।

ঘটনার বিষয়ে কৃষি দপ্তরের এক আধিকারিককে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, যেহেতু বিষয়টি আদালতের আওতায় এসেছে, তাই প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে কোনো মন্তব্য করা হবে না।

চুরি যাওয়া ৮টি বাইক সহ বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার, ধৃত ১

আগরতলা, ৩১ মে : চুরি যাওয়া ৮টি বাইক, জলের পাম্প মেশিন, বৈদ্যুতিক তার সহ মন্দিরের জিনিস পত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। সাথে চোরকে আটক করে বোধজংনগর থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডঃ কিরণ কুমার কে, বোধজংনগর থানার পুলিশ একটি বাইক চুরির তদন্তে নেমে মোট ৮টি বাইক সহ প্রচুর সামগ্রী উদ্ধার করেছে। সাথে সন্টু দাস নামে এক চোরকে আটক করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে রতন দাসের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া ৮ টি বাইক সহ অনেক জিনিস উদ্ধার করা হয়েছে। তার সাথে জড়িত রতন দাস এখনও পলাতক। উদ্ধারকৃত সামগ্রী এবং বাইকের মূল্য প্রায় সাত লক্ষ টাকা হবে জানান পুলিশ সুপার ডাঃ কিরণ কুমার কে।

বটতলায় পুলিশের যৌথ অভিযানে ব্রাউন সুগারসহ দুই মাদক কারবারি আটক

আগরতলা, ৩১ মে: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে বটতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ব্রাউন সুগারসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে বটতলা ফাঁড়ি ও পশ্চিম থানার পুলিশ। এই যৌথ অভিযানে শহরের দুই যুবককে মাদকসহ হাতেনাতে আটক করা হয়।ধৃতদের নাম গোপাল দাস ও রাকেশ দেবনাথ। তাদের বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগে মামলা রুজু করে পশ্চিম থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় সংবাদমাধ্যমকে জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তৎপরতা দেখিয়ে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নেয় এবং অভিযুক্তদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে। তিনি আরও জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে যথাযথ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, যাতে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের খোঁজ পাওয়া যায়। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও এমন অভিযান জারি থাকবে এবং শহরকে মাদকমুক্ত করতে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ধর্মনগর দিগলবাকে হঠাৎ ভোল্টেজ বিপর্যয়, বিকল বহু বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম

আগরতলা, ৩১ মে : হাই ভোল্টেজে প্রায় পনেরো থেকে কুড়িটি পরিবারের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নষ্ট হওয়ার অভিযোগ উঠেছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমাধীন দিঘলবাক এলাকায়।

জানা গেছে, দিঘলবাক এলাকায় শুক্রবার বিদ্যুৎ চলে যায়।প্রায় ঘন্টা খানেক পর বিদুৎ আসলে ওই এলাকার প্রায় পনেরো থেকে কুড়িটি পরিবারের বাড়িতে থাকা টিভি, ফ্রিজ,ফ্যান, ইনভার্টার, মোবাইল সহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নষ্ট হয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে ভুক্তভোগী পরিবারের লোকজন মেকানিক ডেকে দেখতে পান যেখানে ২৩০ ভোল্টেজ থাকার কথা সেখানে রয়েছে ৪০০ এর অধিক ভোল্টেজ। আর বিদ্যুতের হাই ভোল্টেজের কারনেই এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে।

পরবর্তীতে সানীয় জনগণ দিঘলবাক এলাকার বৈদ্যুতিক সাব স্টেশনে অভিযোগ জানালে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করলে রাত পর্য্যন্ত তাদের এলাকায় আর বিদ্যুৎ দেওয়া হয়নি।এমনকি বিদুৎ দপ্তরের টল ফ্রি নম্বরে যোগাযোগ করেও সংযোগ করতে পারেননি সানীয় জনগণ।

উপরন্তু সানীয় সাব স্টেশনের আধিকারিকরা পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইলেও মানুষের নায্য দাবি ও অভিযোগ শুনে পুলিশ চলে যায়।অবশেষে এদিন রাতে সানীয় সাব স্টেশনে গিয়ে প্রতিবাদ দেখাতে থাকেন ভুক্তভোগী জনগণ। সানীয়দের দাবি,তাদের ক্ষয়ক্ষতি সহ বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে হবে। অন্যথায় তারা আন্দোলন সংঘটিত করবেন।

সানীয় সাব স্টেশনের জুনিয়র অপারেটর সুব্রত দাস জানান, বিদ্যুতের দুটি তারের সংস্পর্শে দিঘলবাক এলাকার ট্রান্সফর্মারের নিউট্রাল আউট হয়ে এই সমস্যা হয়েছে।তবে এসকল সমস্যা ১২১ নম্বরে যোগাযোগ করলে টেকনিক্যাল কর্মীরা এসে তা মেরামত করেন। এটা তাদের কাজ নয় বলে তিনি দাবি করেন।

৩১শে মে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস: সচেতনতা বৃদ্ধিতে স্বাস্থ্য বিভাগের বিশেষ উদ্যোগ

আগরতলা, ৩১ মে: আজ ৩১শে মে, বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস। প্রতিবছরের মতো এবারও এই দিনটি তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপন করা হচ্ছে। দিবসটির মূল উদ্দেশ্য তামাক ব্যবহারের ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং তামাক ত্যাগে উৎসাহিত করা।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউ) ১৯৮৭ সালে এই দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৮৮ সাল থেকে প্রতি বছর ৩১ মে তারিখে দিবসটি পালন করা হয়। এদিনকে তামাক বিরোধী দিবস বলেও অভিহিত করা হয়। দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন আলোচনা সভা, সচেতনতামূলক র‍্যালি, চিত্র প্রদর্শনী এবং গণমাধ্যম প্রচারণার মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, তামাক সেবনের কারণে ফুসফুস ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিসসহ বহু জটিল রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্যে থাকা নিকোটিন অত্যন্ত আসক্তিকর এবং এটি মানবদেহে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি ডেকে আনে। ধূমপানের ফলে কার্বন মনোক্সাইড, টার, ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে এসে ফুসফুস, কোলন, লিভার ও মূত্রথলির মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলিতে ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ে। পাশাপাশি এটি শ্বাসযন্ত্রের রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং চোখ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখন নিকোটেক্স গাম সরবরাহ করা হচ্ছে, যা তামাক ছাড়ার একটি কার্যকরী সহায়ক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টেলিকনসালটেশন এর সুযোগ চালু রয়েছে, যার মাধ্যমে যে কেউ চিকিৎসকের কাছ থেকে তামাক ত্যাগ সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে পারেন। সরকার এখন তামাকমুক্ত অফিস, তামাকমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং তামাকমুক্ত এলাকা ও গ্রাম গঠনের লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন স্থানে প্রচারমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। এই দিবস উপলক্ষে স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে সবাই মিলে তামাকের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সুস্থ, সবল, তামাকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

রানী অহল্যাবাই হোলকারের ৩০০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

আগরতলা, ৩১ মে: আজ বিজেপি সদর শহর জেলা কমিটির উদ্যোগে রানী অহল্যাবাই হোলকারের ৩০০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগরতলা টাউন হলে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহা এবং রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। প্রসঙ্গত, ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে মে মারাঠা প্রদেশের জন্মগ্রহণ করেছিলেন রানী অহল্যাবাই হোলকর। তিনি ছিলেন রাজামাতা এবং পরবর্তীতে মারাঠা সাম্রাজ্যের মধ্যে ইন্দোরের শাসক। আর তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে সদর শহর জেলার উদ্যোগে শনিবার দিন আগরতলা টাউন হলে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা এবং রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য। তাছাড়াও শহর সদর জেলা সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি আলোচনা করতে গিয়ে রানী অহল্যাবাই এর জীবনে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন তিনি ছিলেন ভারতীয় ইতিহাসের একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব, তিনি ধর্মীয়, শিক্ষামূলক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পাশাপাশি সুশাসন সমাজকল্যাণ এবং মানবিক কাজের জন্য বিখ্যাত। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই ভারতবর্ষের লিজেন্ড ব্যক্তিদের নাম সামনে আনছেন। তিনি যদি প্রধানমন্ত্রী না হতেন তাহলে হয়তো আমরা এ সমস্ত লিজেন্ড ব্যক্তিদের নাম জানতাম না। তাছাড়া এদিন তিনি উল্লেখ করেন এই ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নারী স্বশক্তীকরণের বিষয়টি আরো সুদৃঢ় হচ্ছে।

আচমকাই ভেটেনারি কলেজ পরিদর্শনে মন্ত্রী সুধাংশু দাস

আগরতলা, ৩১ মে: আজ আচমকাই স্থানীয় বিধায়ক রতন চক্রবর্তীকে নিয়ে আরকেনগর ভেটেনারি কলেজ পরিদর্শন করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এদিন তিনি কলেজ ও হাসপাতালটি পরিদর্শন করে সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন।

শনিবার দিন হঠাৎ আর কে নগর ভেটেনারি কলেজ এবং চিকিৎসা কেন্দ্রটি পরিদর্শনে যান মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সেই সময় মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। এদিন ভেটেনারি কলেজ এবং হাসপাতালটি পরিদর্শন করে সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন কলেজ এবং চিকিৎসা কাজকর্ম সঠিকভাবেই চলছে। এখানে কোন খামতি নেই। সরকারের পক্ষ থেকে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা গুলো দেওয়া হচ্ছে, তা জনগণ সঠিকভাবে পাচ্ছে কিনা, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্যই উনার এই সফর বলে অভিমত ব্যক্ত করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার: ২৭৫ জন উপকৃত

আগরতলা, ৩১ মে: মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার প্রকল্পে গত অর্থবছরে করবুক আইসিডিএস প্রজেক্টের মাধ্যমে ২৭৫ জন সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন। এ প্রকল্পে করবুক ব্লক এলাকায় ২০১ জন এবং শিলাছড়ি ব্লক এলাকার ৭৪ জন গর্ভবতী মহিলাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পে গর্ভবতী মহিলারা চারটি কিস্তিতে ৫০০ টাকা করে মোট ২ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন।

কাশকাউকা পাড়ায় মাদকবিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ হেরোইন ও ইয়াবা উদ্ধার, ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩১ মে: আজ দামছড়া থানার অন্তর্গত কাশকাউকা পাড়ায় মাদকবিরোধী অভিযানে পুলিশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। অভিযানে সঞ্জীব দেববর্মার বাড়ি থেকে ৩৩ গ্রাম হেরোইন ও ৮০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা।এছাড়াও, সঞ্জীব দেববর্মার বাড়ি থেকে ৩,৭৪,৫০০ টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত তার সহযোগী কাশকাউ পাড়ার বাসিন্দা কৃশিরাম রিয়াংকেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

এই ঘটনায় দামছড়া থানায় এনডিপিএস আইনে একটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মাদক চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গন্ডাছড়ায় ঔষধের মূল্য নির্ধারণ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৩১ মে: গন্ডাছড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে ত্রিপুরা রাজ্য ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইস মনিটরিং এন্ড রিসোর্স ইউনিট এবং জাতীয় ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইসিং অথরিটির যৌথ উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ডেপুটি ড্রাগ কন্টোলার কাঞ্চন সিনহা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার ড্রাগ ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ সিংহ রায়।

ঔষধের মূল্য নির্ধারণ এবং সে বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। ঔষধের মূল্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। ন্যায্যমূল্যে ঔষধের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা। ভোক্তাদের ঔষধের মূল্য সংক্রান্ত অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা ফার্মাসিউটিক্যালস ক্ষেত্রে বর্তমান নীতি ও প্রবিধান সম্পর্কে আলোচনা করা।

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন গন্ডাছড়া মহকুমা শাসক,পুলিশ আধিকারিক মহকুমার বিভিন্ন ঔষধ দোকানের মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ, স্বাস্থ্যকর্মী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরা রাজ্য ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইস মনিটরিং এন্ড রিসোর্স ইউনিট এর কাজ কিভাবে রাজ্যে ঔষধের মূল্য পর্য্যবেক্ষণ করে, অন্যায্য মূল্য বৃদ্ধি রোধে কি পদক্ষেপ নেয়, এবং ভোক্তাদের অভিযোগ কিভাবে নিষ্পত্তি করা হয় তা তুলে ধরা হয়। এই সেমিনারটি গন্ডাছড়া মহকুমার ঔষধ ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ঔষধের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানে সহায়ক হয়েছে।

সেমিনারের মাধ্যমে ঔষধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সরকারি উদ্যোগের বিষয়ে সকলের মধ্যে একটি স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়েছে। এটি ভবিষ্যতে ঔষধের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে এবং নকল ঔষধের বিক্রি রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas